বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >> 093 >>27 Pous 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ০৯৩ >> << ২৭শে, পৌষ ১৪২৯>>

দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের ভিসা প্রদান স্থগিত করলো চীন

বেইজিং ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের স্বল্পমেয়াদি ভিসা দেওয়া স্থগিত করেছে চীন। ধারণা করা হচ্ছে, চীন থেকে আগত ভ্রমণকারীদের ওপর করোনাভাইরাস পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা আরোপের নতুন নীতিমালার জবাবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোওলে অবস্থিত চীনের দূতাবাস মঙ্গলবার তাদের আনুষ্ঠানিক উইচ্যাট অ্যাকাউন্টে এই ঘোষণা দেয়। বিবৃতিতে জানানো হয়, সোওল যদি চীনা নাগরিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে, তবে তারাও এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করবে। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্ক জিনের সঙ্গে ফোনে আলাপ করার সময় সোওলে প্রবেশের ক্ষেত্রে নতুন বিধিনিষেধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই ফোন কলের ১ দিন পরেই চীনের নতুন নীতিমালার ঘোষণা এলো। জাপানের কিয়োডো সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলোকে জানানো হয়েছে যে জাপান থেকে আসা ভ্রমণকারীদেরকেও চীন কর্তৃপক্ষ স্বল্পমেয়াদী ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে। নতুন এই বিধিনিষেধ গত সপ্তাহ থেকে চালু হয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 60105.50 -9.98
NIFTY : 17895.70 -18.45

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 27.00 °c | সর্বনিম্ন 08.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .21 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.32 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 51,910 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 47,950 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 66,450 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনীয়রা যুক্তরাষ্ট্রে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণ নেবে

নিউ মেক্সিকো (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী এই মাসের শেষের দিকে ওকলাহোমার ফোর্ট সিলে ইউক্রেনীয় সেনাদেরকে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করবে। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন সামরিক কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকাকে এ কথা জানিয়েছেন। একটি প্যাট্রিয়ট দল তৈরি করতে প্রায় ১শ জন ইউক্রেনীয় সেনার প্রশিক্ষণ যথেষ্ট। কর্মকর্তাদের মতে, ১শ জন সেনাকে প্রশিক্ষিত করতে কয়েক মাস সময় লাগবে। পেন্টাগনের প্রেস সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার গত সপ্তাহে বলেন, পেন্টাগন প্যাট্রিয়ট প্রশিক্ষণ সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ এখানে যুক্তরাষ্ট্রে, বিদেশে বা উভয়ের সংমিশ্রণে কোথায় পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করছে। নেটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহসহ রাশিয়ার প্রায় এক বছর ব্যাপী চলা আগ্রাসন মোকাবিলায় ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি জোরদার করেছে। মঙ্গলবার ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, রুশ বাহিনী এবং ওয়াগনার গ্রুপের ভাড়াটে সৈন্যরা সোলেদারের বেশিরভাগ অংশের সম্ভবত এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সোলেদার পূর্ব ইউক্রেনের ছোট একটি লবণ খনির শহর। সেখানে ভয়ংকর লড়াই চলছে। সোলেদারের লড়াই উভয় পক্ষের জন্যই ব্যাপক ক্ষতিকর হয়েছে। সোমবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তার রাত্রিকালীন ভাষণে সোলদারের ধ্বংসযজ্ঞের কথা বর্ণনা করে বলেছেন,এখানে প্রায় কোনো দেয়ালই পুরো অবশিষ্ট নেই। সোমবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদদাতাদের সাথে কথা বলেছেন, তিনি বাখমুতের লড়াইকে সত্যিকারের বর্বরতা বলে অভিহিত করেছেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, দুর্বল সৈন্যরা প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরো ভালো প্রশিক্ষিত বাহিনী তারপর তাদেরকে পেছনে ফেলে ভুমি দখল করতে এগিয়ে যায়।

অসম পুলিশের শীর্ষক কর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, অনলাইনে পুলিশের ২০ টি পরিষেবা প্রদান, সিসিটিভি সংস্থাপন সহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্য তথা গুয়াহাটি মহানগরের অপরাধ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । অসম পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি সারা রাজ্যে অপরাধমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন । তাছাড়া এই বৈঠকে মহানগরকে অপরাধমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রসঙ্গত বুধবার মহানগরের উলুবারিস্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী । বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সমাজের স্বার্থে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । অসম পুলিশের ২০টি পরিষেবা অনলাইন নিয়ে যাওয়া হবে। এক্ষেত্রে তিনি বলেন, অতি শীঘ্রই একটি মোবাইল অ্যাপ কিংবা পর্টেল এর মাধ্যমে এফআইআর দাখিল করা সহ প্রায় ২০ টি পরিষেবার সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষ । অর্থাৎ বাড়িতে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে অসম পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে সিসিটিভি সংস্থাপন সংক্রান্তেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানালেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২০২৩ সালের দুর্গাপূজার আগেই মহানগরে ২ হাজার সিসিটিভি সংস্থাপন করা হবে । তাছাড়া স্বামী স্ত্রী উভয় চাকরি করলে সেই বাড়িতে সিসিটিভি সংস্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । তাছাড়া মহানগরের প্রতিটি ফ্ল্যাটে সিসিটিভি সংস্থাপন করা জরুরি হবে ।পাঁচজনের অধিক কর্মচারী থাকা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিংবা কার্যালয়ে সিসিটিভি সংস্থাপন করতে হবে। এরমধ্যে রাস্তার দিকে মুখ করে সিসিটিভি থাকা বাধ্যতামূলক হবে বলে জানান তিনি । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, সন্ত্রাসবাদের বলি হওয়া কিংবা উগ্রপন্থীর আক্রমণে মৃত্যু হওয়া পুলিশ জওয়ানদের পরিবারের সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে । আগামী ২৫ জানুয়ারি প্রায় ৩০০ পরিবারের সদস্যদের চাকরির নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী ১০ মের আগে পুলিশ এবং বন বিভাগের ৫ হাজার নিযুক্তি প্রদান করা হবে । এর মাধ্যমে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । এদিকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের গৃহনির্মাণ এবং নগর উন্নয়ন পরিক্রমা বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে মহানগরের সবিস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন । এক্ষেত্রে মন্ত্রী অশোক সিংহ বলেন মহানগরের বিভিন্ন এলাকা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে সিসিটিভি সংস্থাপন হলে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে । সিসিটিভি থাকায় অপরাধীরা যেকোনো ধরনের কার্যকলাপ করার আগে বহুবার চিন্তা করতে বাধ্য হবে । তাছাড়া সমাজের একাংশ ব্যক্তি বেআইনিভাবে নালানর্দমায় আবর্জনা ফেলার ঘটনাও নজরে রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন ।উল্লেখ্য আগামী ১৬ই জানুয়ারি অসম পুলিশের ডিজিপি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে রাজ্য পুলিশের ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন।

২০২৩ সালে খুব সহজে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিতে পারে ঃ বিশ্ব ব্যাংক

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ বিশ্ব ব্যাংক মঙ্গলবার ২০২৩ সালের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাষ কমিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানোর প্রবণতা, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ অব্যাহত থাকা ও বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর নড়বড়ে অবস্থানের কারণে দেশগুলো অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হয়েছে, যা বিশ্ব ব্যাংকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। এই উন্নয়ন বান্ধব ব্যাংকটি জানিয়েছে, তারা ২০২৩ সালে বৈশ্বিক মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৭ শতাংশ হবে বলে প্রত্যাশা করছে। এটি ২০০৯ ও ২০২০ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়টুকু বাদ দিলে ৩ দশকের মধ্যে সবচেয়ে ধীর প্রবৃদ্ধির হার। এর আগে ২০২২ সালের জুনে প্রকাশিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রতিবেদনে ব্যাংকটি প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছিল। বিশ্ব ব্যাংক জানায়, এতে উদীয়মান অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর বড় আকারের প্রভাব পড়বে। তারা ঋণের বোঝা মোকাবিলা করতে সমস্যায় পড়বে। দুর্বল মুদ্রা, আয়ের প্রবৃদ্ধিতে স্থবিরতা ও বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমতে থাকায় পরবর্তী ২ বছরে এই দেশগুলোতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হয়েছে, যা গত ২ দশকের তুলনায় অর্ধেক। বিশ্ব ব্যাংক উল্লেখ করেছে, ২০২২ এর শেষের দিকে এসে জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের কারণে কিছু পরিমাণে মূল্যস্ফীতির চাপ কমে এসেছে, তবে সংস্থাটি সতর্ক করে, সরবরাহ খাতে নতুন করে বিঘ্ন দেখা দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি এবং সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতির ধারা অটুট থাকতে পারে। সংস্থাটি আরও জানায়, এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো প্রতিক্রিয়া হিসেবে পলিসি রেট বর্তমান প্রত্যাশিত হারের চেয়ে বেশি হারে বাড়াতে পারে। এসব উদ্যোগের পরিণাম হিসেবে বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোর খাদ্য ও জ্বালানি সংকট, সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী এবং ঋণ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে বিশ্ব ব্যাংক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানিয়েছে।

ইরান বেলজিয়ামের এক ত্রাণকর্মীকে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছে

তেহরান ঃ ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে মঙ্গলবার বলা হয়, রুদ্ধদ্বার এক বিচারে একজন বেলজিয়ান ত্রাণকর্মীকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং ৭৪টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়েছে। ইরানের বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, একটি রেভিলুশনারী কোর্ট ৪১ বছর বয়সী অলিভিয়ার ভাণ্ডেকাস্টিলকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে সাড়ে ১২ বছর, বৈরি সরকারের সাথে সহযোগিতার জন্য সাড়ে ১২ বছর এবং অর্থ পাচারের জন্য সাড়ে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। একই সঙ্গে মুদ্রা পাচারের দায়ে তাকে ১০ লক্ষ ডলার জরিমানা ও আড়াই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইরানের আইন অনুযায়ী ভাণ্ডেকাস্টিল সাড়ে ১২ বছর পর মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারবেন। বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যেতে পারে। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি বলছে, বছরের পর বছর ধরে ইরান বেশ কয়েকজন বিদেশী এবং দ্বৈত নাগরিককে আটক করেছে, তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত অপরাধের অভিযোগ এনেছে এবং রুদ্ধদ্বার বিচারের পরে তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। যাদের অটক করা হয়েছে তারা যথাযথ (বিচার)প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমালোচকরা পশ্চিমাদের সাথে দর কষাকষির টোপ হিসাবে বন্দীদের এই ভাবে ব্যবহার করার জন্য ইরানকে অভিযুক্ত করে। তবে ইরানের কর্মকর্তারা তা অস্বীকার করেন।
ইরান ভাণ্ডেকাস্টিলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। এটা স্পষ্ট নয় যে তারা সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত ছিল কিনা। যে বিক্ষোভের কারণে ইরানে কয়েক মাস ধরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে অথবা ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দীর্ঘদিন ধরে চলমান ছায়া যুদ্ধে ইরানের বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচীতে গোপন আক্রমণের জন্য চিহ্নিত কিনা। গত মাসে ভান্ডেকাস্টিলের পরিবার জানায়, তাকে কয়েক মাস ধরে ইরানের একটি কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে এবং তিনি অনশন করছেন। তারা বলেছে যে তিনি তার পছন্দের একজন আইনজীবীর নাগাল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। বেলজিয়াম তার নাগরিকদের ইরান ছেড়ে চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, সতর্ক করেছে যে তারা নির্বিচারে গ্রেপ্তার বা অন্যায্য বিচারের ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এ রায় সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। ইরানের মানবাধিকার একটি গোষ্ঠী যারা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে তাদের কর্মীদের মতে, ইরানে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ৫২০ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে এবং ১৯হাজার ৩'শ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইরানের কর্তৃপক্ষ মৃত্যু বা গ্রেপ্তারের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি পরিসংখ্যান প্রদান করেনি।

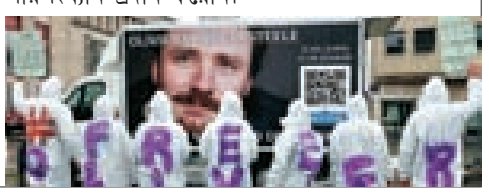

গুণোৎসব অসমের শিক্ষা ক্ষেত্রে চতুর্থ বারের জন্য তিন পর্যায়ে গুণোৎসব আয়োজন

সরকার আগামী দু বছর টেট পরীক্ষা আয়োজন করবে না, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ড.রনোজ পেগু

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে ফের একবার গুণোৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। চতুর্থবারের জন্য মোট তিন পর্যায়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় চারদিনব্যাপী এই গুণোৎসবের আযোজন করবে শিক্ষা বিভাগ । প্রথম পর্যায়ে ১৮ই জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি এবং তৃতীয় পর্যায়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গুণোৎসবের প্রক্রিয়া চলবে । বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং কাছাড়ে পর পর তিন পর্যায়ে গুণোৎসবের আসর বসবে বলে জানালেন শিক্ষা মন্ত্রী ড রূনোজ পেগু । তিনি জানান, আগামী দুই বছর রাজ্য সরকার প্রাথমিক তথা মাধ্যমিক পর্যায়ের টেট পরীক্ষা আযোজন করবে না । তবে সি টেট পরীক্ষায় সফল হওয়া প্রার্থীদের রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির জন্য আবেদন করার অনুমতি দেবে সরকার । বুধবার মহানগরের কাহিলীপাড়ার শিক্ষা বিভাগের মুখ্য কার্যালয়ে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ড রনোজ পেগু বলেন, গুণোৎসব আযোজনের মাধ্যমে শিক্ষাবিভাগ রাজ্যের বিদ্যালয় গুলোর স্বমূল্যায়ন তথা বাহির মূল্যায়ন করে থাকে । এই মূল্যায়নের মাধ্যমে রাজ্যের বিদ্যালয়ে গুলোর বর্তমান শিক্ষা এবং পরিকাঠামো স্থিতি, শিক্ষাগত মানদন্ড সম্পর্কে এক বিস্তারিত তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয় । এর ফলে প্রতিবছর এই গুণোৎসব আযোজনের প্রক্রিয়া চলছে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।
প্রসঙ্গত এই বছরের গুণোৎসবে নিজস্ব বিদ্যালয়ে ইভিউলিটর কিংবা পর্যালোচকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না শিক্ষক শিক্ষিকারা । প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং নোডেল অফিসারকে বাদ দিয়ে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকাকে নিজস্ব ক্লাস্টারের ভিতরে অন্য বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে । এক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে একটি পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ড রনোজ পেগু । আনুষ্ঠানিকভাবে এই পোর্টালের উদ্বোধন করে তিনি বলেন এই বছর মোট ১৮০৯৭ জন বহিরাগত পর্যালোচক গুণোৎসবের দায়িত্বে থাকবেন ।
এমনকি প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা, সাংসদ, বিধায়ক, মুখ্য সচিব সহ অন্যান্য আইএএস এবং এপিএস অফিসাররা এক্সটার্নাল ইভিউলিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী । তিনি বলেন, এতদিন ধরে গুণোৎসবে অংশগ্রহণ করা ছাত্রছাত্রীদের নামই শুধু এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হতো । অনুপস্থিত দের নাম ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল । তবে এবারের গুণোৎসবে বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে । এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের নাম খুঁজে বের করতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন তিনি । শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রথম পর্যায়ের গুণোৎসব বরপেটা, করিমগঞ্জ, কামরূপ, কার্বি আংলং, লক্ষিমপুর, মাজুলি, নগাও, শিবসাগর, দক্ষিণ শালমারা, মানকাচার এবং ওদালগুরিতে অনুষ্ঠিত হবে । একইভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকসা, চিরাং, চরাইদেও, ধেমাজি, ধুবড়ি, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, যোরহাট, কামরূপ মেট্রো, সোনিতপুর, তিনসুকিয়া এবং দক্ষিণ কার্বি আংলং জেলায় অনুষ্ঠিত হবে । তাছাড়া বঙাইগাঁও, দরং, ডিব্রুগড়, ডিমা হাসাও, গোয়ালপাড়া, কাছাড়, নলবাড়ি এবং মরিগাওতে অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় পর্যায়ের গুণোৎসব ।
তিনি বলেন প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর মোট ৪২৭৬৮৮১ ছাত্রছাত্রীরা এই গুণোৎসব কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে । তাছাড়া রাজ্যের মোট ৪৪৫২৫ টি সরকারি কিংবা প্রাদেশিককৃত বিদ্যালয়, চা বাগানে থাকা বিদ্যালয়গুলো, আদর্শ বিদ্যালয়, চা বাগান মডেল স্কুল, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিদ্যালয়ে এই বছর গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হবে । তিনি বলেন, বিদ্যালয় গুলোতে গুণোৎসবের দুইদিন স্বমূল্যায়ন এবং বাকি দুই দিন বাহির মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে । ছাত্রছাত্রীদের গুনোৎসবে অংশগ্রহণ করে পাওয়া মার্কসের ১০ শতাংশ বাৎসরিক পরীক্ষায় যোগ করা হবে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ড.রনোজ পেগু ।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী দুই বছরের জন্য প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক টেট পরীক্ষা আযোজন করবে না সরকার। এর পরিবর্তে সরকারের তরফে সিটেট পরীক্ষায় সফল হওয়া প্রার্থীদের রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে চাকরির জন্য আবেদন করার সুযোগ করে দেওয়া হবে । যেহেতু বছরে দুইবার করে সিটেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, ফলে এক্ষেত্রে প্রার্থীরা অধিক সুযোগ পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
তিনি বলেন পূর্বে অনুষ্ঠিত গুণোৎসবের ফলাফল তথা এক্ষেত্রে দেওয়া পরামর্শ রূপায়ণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট ৯৮০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে খরচ করেছে সরকার । মূলত পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বৃহৎ পরিমাণের টাকা খরচ করা হয়েছে । অন্যদিকে রাজ্যে এখনও ১৪০০ বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী । তিনি বলেন, গুণোৎসব এবং বিদ্যালয়গুলোর আসন্ন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই টেট শিক্ষকদের বদলি করণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে । বদলি করণ সংক্রান্তে ইতিমধ্যে যাবতীয় আবেদন গ্রহণ করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে সরকারি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ড রনোজ পেগু ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পরীক্ষার্থীর, গুরুতরভাবে ভাবে আহত আরো ১ পরীক্ষার্থী, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

মালদহ ঃ পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বেসরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রীর। গুরুতরভাবে জখম হলেন আরও এক কলেজ ছাত্রী। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের চাঁচোল থানার গোবিন্দ পাড়া এলাকার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনায় যখন ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক,তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম শামীম মিনারা পারভিন (২১) আহত ছাত্রীর নাম মুস্কান আরজু(২১) এদের দুজনের বাড়ি মালদহের চাঁচলের ভেবা এলাকার কালিগঞ্জ গ্রামে। আজ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মালদাহের চাচোল কলেজের পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষা। মৃত ছাত্রী শামীম মিনারা পারভিন ও আহত ছাত্রী মুস্কান আরজুর পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছিল সামসি কলেজে। পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী, দাদার বাইকে করে বেরিয়েছিল পরীক্ষা কেন্দ্র পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু গোবিন্দপাড়া এলাকায় হঠাৎই দ্রুত গতিতে আসা একটি বেসরকারি বাস সেই চলন্ত বাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। বাসের চাকার তলায় গড়িয়ে চলে আসে পরীক্ষার্থী শামীম মিনারা পারভিন। ঘটনায় সেখানে মৃত্যু হয় শামীম মিনারার। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি করে আহত আরেক পরীক্ষার্থী মুসকান আর্যকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল রাস্তা থাকার কারণে প্রায়শয় ঘটছে এই পথ দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয়রা। শুধু তাই নয়, একাধিক বেসরকারি বাস ও অন্যান্য যানবাহন সামসি থেকে চাঁচলের অভিমুখে ঢোকার পথে দ্রুতগতিতে আসেন যার কারনে প্রায়শয় ঘটছে পথ দুর্ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা লাল মোহাম্মদ বলে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে আজ এই ছাত্রীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি বাস এই রুটে চলাচলের সময় দ্রুতগতিতে চলাচল করে যার কারণে প্রায়শয় ঘটছে এই দুর্ঘটনা। প্রাণ যাচ্ছে পথচারীদের। কলেজ ছাত্রীর মৃত্যুতে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন চাঁচোল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস, তিনি বলেন খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আমরা এভাবে এক ছাত্রীকে হারাবো ভাবতে পারিনি। এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক আহত ছাত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। চাঁচল থানার পুলিশ জানায়,বেসরকারি বাস সহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান সহ ৫ পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন

কোচবিহার ঃ বিজেপির দখলে থাকা অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। অন্দরাম ফুলবাড়ীর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধরনি কান্ত বর্মন সহ ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য আজ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে। অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৯ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য গত এক মাস আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল। আজ ফের বিজেপি ছেড়ে এই পাঁচজন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত।

জেলায় জেলায় বৈঠকে সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম

শিলিগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে জেলায় জেলায় বৈঠকে সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। রবিবার শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবন জেলা কমিটির সদস্য নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠকে সেলিম। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয় মঃ সেলিম জানান রাজ্যজুড়ে আবাস যোজনা দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজের টাকায় দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে বামপন্থীরা লাল ঝান্ডা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। এবার নিচু তলার কর্মীরা জেগেছে। কার্যত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অভিযোগকে হাতিয়ার করে লড়তে চলেছে বামপন্থীরা, তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের কথায় পষ্ট। এদিনের বৈঠকে মঃ সেলিম ছারাও উপস্থিত ছিলো বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য সহ জেলার নেতৃত্বরা। এদিনের বৈঠকে পর আগামীকাল দিনে বৈঠক জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও পরের সপ্তাহে কোচবিহার জেলা কমিটির সাথে বৈঠক করবে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মঃ সেলিম।

২৩নম্বর ওর্য়াড উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি ঃ ২৩ নম্বর ওর্য়াড উৎসব নব আনন্দে জাগো শুরু হয়েছিল গতকাল।আজ দ্বিতীয় দিনের মূল অনুষ্ঠান বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।২৩ নম্বর ওর্য়াডের অন্তর্ভুক্ত শিলিগুড়ি পার্ক,এই পার্কেই আজ বসেছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।মোট ৪টি বিভাগে ১৮০জন কঁচিকাঁচা অংশ নেন।ওর্য়াড কমিটির তরফ থেকে জানানো হয় উৎসবের শেষ দিন ক বিভাগের সকল প্রতিযোগি ও প্রতিযোগিনীকে পুরস্কৃত করা হবে।ওর্য়াড কাউন্সিলর ছাড়াও ওর্য়াডের বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন আজকের এই অনুষ্ঠানে।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক আহত এক

মালদা ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক আহত এক। ঘটনাটি ঘটে শনিবার গভীর রাতে মালদা শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম শুভদাস বয়স ২৬, আহত যুবকের নাম বিট্টু দাস বয়স ২৫ । তাদের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার বিশ্বনাথ মোড় এলাকায়। জানা যায় মালদা টাউন স্টেশন থেকে দুই বন্ধু এক মোটর বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায় অপর দিক থেকে আসা একটি মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শুভ দাসের। সে সময় স্থানীয় টহলরত পুলিশকর্মীরা জখম দুইজনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা শুভ দাস কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মর্গে। এবং আহত বিট্টু দাসের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তবে কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

ইসলামপুরেও শুরু হলো হাম রুবেলা ভ্যাকসিন

উত্তর দিনাজপুর ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি আজ থেকে ইসলামপুরেও শুরু হলো ৯ মাস থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত হাম রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ।সোমবার ইসলামপুর ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে হাম রুবেলা টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়।এদিনের এই টিকাকরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক আব্দুল শাহিদ সহ ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগরওয়াল এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আরিকুল ইসলাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পুর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার বনিক এবং অন্যান্যরা। ইসলামপুর মহকুমা শাসক আব্দুল শাহিদ বলেন গোটা মহকুমা এলাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষ্য স্টুডেন্ট ও বাচ্চাদের এই টিকাকরণ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়া লাল আগরওয়াল বলেন এদিন শ্রীকৃষ্ণ পুর হাই স্কুলে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হলো। তিনি আরও বলেন শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলের চারটা টিম করা হয়েছে যারা এই টিকাকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আগামী ৩০ জানুয়ারী থেকে এই শিলিগুড়ি মহকুমা উৎসব শুরু

শিলিগুড়ি। সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দপ্তরে একটি বৈঠক করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পন্নমবলম,মহকুমাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিং, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

বৈঠকে শেষে গৌতম দেব জানান, আগামী ৩০ জানুয়ারী থেকে এই শিলিগুড়ি মহকুমা উৎসব শুরু হবে।সপ্তাহব্যাপি এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের সংস্কৃতি, খেলাধুলো, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সহ একাধিক অনুষ্ঠান থাকবে এই উৎসবে।

ফের আক্রান্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

শিলিগুড়িঃ ফের আক্রান্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। শুরু হওয়ার পরদিন থেকে দফায় দফায় বন্দে ভারতকে লক্ষ করে পাথর ছোড়ার ঘটনা পরে ফের আক্রান্ত বন্দে ভারত। বারবার এই ধরনের ঘটনা নিন্দা প্রকাশ করেন দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে আগত রেল যাত্রীরা। যাত্রীদের অভিযোগ হাওড়া থেকে ট্রেন চালু হতে চন্দনপুর স্টেশনে আশা এলাকায় সি৫ কামরাতে কেও বন্দে ভারতে লক্ষ করে ঢিল ছুড়ছে। কার্যত একই ঘটনার ফের ঘটায় নিন্দা প্রকাশ করে যাত্রীরা। অন্য দিনে রেল পুলিশ ও রেল দপ্তর পুরো ঘটনা তদন্তে নেমেছে বললে জানান যাচ্ছে। কে বা কারা এই ঘটনার ঘটালো তার অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে বললে রেল দপ্তর সূত্রে খবর।

দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে জনমুখী প্রকল্প গুলো রাজনৈতিক রঙ ছাড়াই মানুষের কাছে পৌঁছেছে মন্ত্রী বেচারাম মান্না

কলকাতা ঃ দিদির সুরক্ষা কবজ নিয়ে আজ সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত কামারকুন্ডু তে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। আজ বেলা ১২টা নাগাদ এই সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গোবিন্দ ধারা, সিঙ্গুর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জী, সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন মালিক সহ অন্যান্য তৃনমুল নেতৃত্ববৃন্দরা। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান, দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্প গুলো রাজনৈতিক রঙ ছাড়াই সমস্ত শ্রেণীর ও সমস্ত দলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মাটিগাড়া থানার পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেলো

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এই ক্যাচ লাইন সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে।শিলিগুড়ির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন।শহরকে ড্রাগসমুক্ত করতে প্রতিটি থানার পুলিশের পাশাপাশি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে লাগাতার অভিযান চালাতেন তিনি।মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান লাগাতার চালিয়ে যেতে তিনি তৈরি করেন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ।এরপর থেকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকায় স্পেশাল অপারেশন শুরু করে এসওজি।বিশেষ করে মাদকবিরোধী অভিযানে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপকে কাজে লাগায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা।এখনো অব্যাহত সেই কর্মকাণ্ড।বর্তমানে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী।তিনিও ড্রাগসের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ,ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং প্রতিটি থানাকে।শুক্রবার রাতে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং মাটিগাড়া থানার পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেলো।মাটিগাড়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,৩৮২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ অজয় শর্মা নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ।অভিযুক্ত ডালখোলা সংলগ্ন বিহারের বাসিন্দা।শুক্রবার রাতে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে অভিযুক্ত অজয় শর্মা ব্রাউন সুগার নিয়ে মাটিগাড়া থানা এলাকার খাপরাইল মোরে অপেক্ষা করছে।এই খবর পাওয়া মাত্র মাটিগাড়া থানার পুলিশ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালায় এবং অভিযুক্ত কে বামাল গ্রেফতার করে।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।শনিবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

মাদারিহাটের প্রধান নগড়, মধ্য খয়েরবাড়ি,পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকায় হাতির তাণ্ডব

আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাট ব্লকের বিস্তর এলাকায় বুনো হাতির হানা অব্যাহত । গতকাল গভীর রাতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে চারটি বুনো মাদারিহাট এলাকায় প্রবেশ করে। বুনো হাতি মাদারিহাটের প্রধান নগড়, মধ্য খয়েরবাড়ি,পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকায় তাণ্ডব চালায় । হাতির এলাকার দুজন বাসিন্দার ঘর ভেঙে দেয় এছাড়া একজনের জমির ফসল নষ্ট করে দেয় । প্রতিনিয়ত বুনো হাতির তাণ্ডবে রীতিমতো দিশেহারা এলাকার বাসিন্দারা । বুনো হাতির গতকাল গভীর রাতে প্রবেশ করে আজ ভোর সকাল ওবধি এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায় ।

শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকায় চিতাবাঘের দেখা মিলল

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকায় চিতাবাঘের দেখা মিলল। এরপর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রবিবার দুপুর ২টার দিকে একই এলাকায় একটি চিতাবাঘকে ছুটে আসতে দেখা যায়। এরপর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে বন দফতরকে। খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। একই খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়।

কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হলো আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হলো আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। জানা গিয়েছে দার্জিলিং জেলা থেকে নির্বাচিত ৩০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীরা রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ হোর ও শিব হাজরা সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা।

প্রকাশ্যে এল তৃণমূল যুব অন্দরের ক্ষোভ

আলিপুরদুয়ারঃ তৃণমূল যুব অঞ্চল কমিটি নিয়ে তৃণমূল যুব অন্দরের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এল । আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের পরোরপার অঞ্চল তৃণমূল যুব অঞ্চল সভাপতি ও অঞ্চল কমিটির নাম ঘোষণা হতেই পরোরপার অঞ্চলে তৃণমূল যুব শিবিরে ক্ষোভ প্রকাশ্যে এল। রবিবার পরোরপার এলাকায় তৃণমূল যুব কর্মীরা তৃণমূল কার্যালয়ে সামনে ক্ষোভ জাহির করে তাদের বক্তব্য যারা তৃণমূল যুব সাথে যুক্ত নয় তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লক সভাপতি পীযুষ কান্তি রায় জানান দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় । যা আছে সব মিটিয়ে নেওয়া হবে ।

বিজেপি সরকার ও বিজেপি পার্টিটা চালাচ্ছে আড়াইটা লোক মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী

উত্তর দিনাজপুর। বিজেপি সরকার ও বিজেপি পার্টিটা আড়াইটা লোকের , চালাচ্ছে আড়াইটা লোক । মোদি জি , অমিত সাজি ও অর্ধেক রাজনাথ জি।এমনই মন্তব্য করলেন সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা উন্নয়ন মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখের এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কার্যালয়ে দিদির দুত কর্মসূচিতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করেন সংখ্যালঘু মাদ্রাসা উন্নয়নমন্ত্রী গোলাম রাব্বানী।

৭০০ জনের অধিক গ্রামবাসীদের নিয়ে পিকনিকে পঞ্চায়েত সদস্য

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গোমস্তা পাড়া এলাকায় প্রায় ৭০০ জনের অধিক গ্রামবাসীদের নিয়ে তেরোটি বাস এবং ছোট গাড়ি করে রবিবার পিকনিকে বেরিয়ে পড়ছেন। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গোমস্তা পাড়া এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ মন্ডল এর উদ্যোগে বাৎসরিক পিকনিক জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে ঝালং এর রাস্তায় রঙ্গো ফরেস্ট কুমাই পাহাড়ি এলাকায় এই পিকনিকের আয়োজন করা হয়। আট থেকে আশি প্রত্যেকে খুশি এধরনের পিকনিকের আয়োজনে। এই পিকনিক আয়োজক রাজেশ মন্ডলকে সাধুবাদ জানান বহু মানুষ। চলতে চলতে বাসের ভেতরেই জল ও টিফিনের আয়োজন। চতুর্থ তম বর্ষে এই পিকনিকে দুপুরের খাবারের মেনু তে ছিলো ভাত, ডাল, সবজি, ভাজা, মাছ, মাংস সহ মিষ্টি, চাটনি বলে জানান, এলাকারই পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ মন্ডল।

মাটিতে চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

উত্তর দিনাজপুর ঃ মাটিতে চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার খচাকালি এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম উসমান (২৭)।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোববার তিনি ঘরের কাজে মাটি কাটছিলেন। মাটি কাটার সময় হঠাৎ গর্তে মাটি পড়ে ওই ব্যক্তির ওপর চাপা পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর বিভাগীয় হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার পর থেকে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া।

রাফা ইয়াসমিনের পক্ষে সমর্থন চাইতে রাজপথে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

মালদা ঃ জি টিভি সা রে গা মা পা লিটিল চ্যাম্প স্থানীয় মেয়ে রাফা ইয়াসমিনের জন্য ভোটের আবেদন জানাতে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব রাস্তায় নেমে এসেছে। জিটিভি সা রে গা মা পা লিটিল চ্যাম্পসে মালদার মেয়ে রাফা ইয়াসমিনের প্রতিভা সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই মুহূর্তে শিরোপা জয়ের অন্যতম দাবিদার তিনি। রাফা মালদা শহরের বাসিন্দা হলেও মায়ের পৈতৃক বাড়ি হরিশচন্দ্রপুর থানার বাঙ্গারুয়া গ্রামে। ছোটবেলায় একই গ্রামে বড় হয়েছেন রাফাভী। ওই গ্রামেরই বিধায়ক তাজমুল হুসেন এখন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী। তিনি এলাকাবাসীকেও গর্বিত করেছেন। এবার রফার সাফল্যের প্রত্যাশা করছেন হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী। তাই, পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও মন্ত্রীর ভাই এবং মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রেহমান সমস্ত রাজনৈতিক কাজ বাদ দিয়ে রাফায়াসমিনকে সমর্থনের আবেদন জানালেন। তিনি জি টিভির ৯১৫২৯১৫২৩০ নম্বরে একটি মিস কল দিয়ে রাফাকে ভোট দেওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণের কাছে আবেদন করেছিলেন। তিনি দ্বারে দ্বারে গিয়ে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। শৈশব থেকেই সব বাধা অতিক্রম করে রাফার যাত্রা এ অঞ্চলের সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে।

নদিয়ার করিমপুরে বিধায়ক তহবিলের খরচে সিসিটিভি উদ্বোধন

কলকাতা ঃ অপরাধ রুখতে করিমপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বিধায়ক তহবিলের খরচে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি। কিছু বিশেষ জায়গাতেও থাকবে লুকানো ক্যামেরা। কিছু ঘটলেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই তদন্তে নামবে পুলিশ। এদিন করিমপুর থানা প্রাঙ্গনে ফিতে কেটে নয়নমনি সিসিটিভির শুভ উদ্বোধন করা হলো। এদিনের এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়, ছিলেন এসডি পিও, করিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পিংটু সরকার সহ আরো অনেকে। জানা যায়, করিমপুরের ৯ টি স্থানে ১৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।

জোরাপানি সেতু উপর অস্থায়ী ভাবে বানানো দোকান ভেঙে ফেলল পুর কর্পোরেশন

শিলিগুড়ি ঃ ৩৫ নাম্বার ওয়ার্ডের জোরাপানি সেতু উপর অস্থায়ী ভাবে বানানো কিছু দোকান পুর কর্পোরেশনের তরফে ভেঙে ফেলা হলো. কর্পোরেশনের তরফে দোকান গুলো সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আগেই. অনেকদিন ধরেই ৩৫ নাম্বার ওয়ার্ডের জোরাপানি সেতু উপর অস্থায়ী ভাবে দোকান বানিয়ে ব্যাবসা করছিলেন কিছু দোকান দার।পুর কর্পোরেশন নজরে আসাতে ব্যাবসায়ীদের বলার পর তারা দোকান সরানোর কনো উদ্যোগ না নেওয়া।আজ ৪ নাম্বার বরো তথ্যবধানে আজ বেঙ্গে ফেলা হলো।ঘঠনা কনো রকম ঝামেলা সৃষ্টি না হয় সেই জন্য পচুর পরিমানে নিউ জলপাইগুড়ির থানার পুলিশ মোতায়েন ছিলো।।

সূর্যসেন কলোনি এলাকার মহামায়া কালী মন্দিরে প্রায় ৫০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি

শিলিগুড়ি । শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত সূর্যসেন কলোনি এলাকার মহামায়া কালী মন্দিরে চুরি। পাশাপাশি চুরির চেষ্টা চালানো হয় ওই এলাকারই একটি বাড়িতে। জানা গিয়েছে সোমবার সকালে মন্দির কর্তৃপক্ষ মন্দিরে এলে তারা দেখতে পায় মন্দিরের তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। ভেতরে থাকা প্রায় সমস্ত সামগ্রী চুরি যায়। মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে। ঘটনা নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অন্যদিকে ওই এলাকারই একটি বাড়িতে চুরির চেষ্টা চলে। ওই বাড়ির এক মহিলা জানান, গতকাল তারা বাড়ি তালা দিয়ে বাইরে যান। এদিন সকালে বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির তালা ভাঙা রয়েছে এবং ভেতরের সমস্ত সামগ্রী লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। তবে বাড়ি থেকে কিছু চুরি হয় নি। তার প্রাথমিক অনুমান নেশাগ্রস্ত কিছু যুবক এই কাজ করেছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

মালদার পুরসভার স্কুলে হাম এবং রুবেলার ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচি শুরু

মালদা। সোমবার পুরাতন মালদার পুরসভার মঙ্গলবাড়ী বাচামারি জিকে হাইস্কুলে হাম এবং রুবেলার ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হলো। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার সাধন চন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা। ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকারাও এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সংকটের মুখে আরো নিবিড় সহযোগিতা চায় উত্তর অ্যামেরিকা

মেক্সিকো ঃ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ক্যানাডার শীর্ষ নেতারা অর্থনীতি, অভিবাসন, মাদক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো নিবিড় সহযোগিতার কাঠামো না থাকলেও উত্তর অ্যামেরিকার তিনটি দেশ এবার পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার অঙ্গীকার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ক্যানাডার শীর্ষ নেতারা মেক্সিকো সিটিতে আরও অর্থনৈতিক সমন্বয়ের লক্ষ্য স্থির করেছেন। বিশেষ করে বহির্বিশ্বের উপর নির্ভরতা কমাতে আঞ্চলিক স্তরে আরও উৎপাদন বাড়াতে চায় এই তিন দেশ। শিল্পজগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেমিকন্ডাক্টর তৈরির ক্ষেত্রেও যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী হতে চায় উত্তর অ্যামেরিকা। সেই লক্ষ্যে বছরের শুরুতেই এক সম্মেলন আয়োজন করছে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস মানুয়েল লোপেস ওব্রাদোর ও ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো করোনা সংকটের সময় পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন সমন্বয়ের পথ বেছে নিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা চায় তিন দেশ।

উত্তর অ্যামেরিকায় নিষিদ্ধ মাদকের প্রসার বন্ধ করতে তিন দেশ এক যৌথ কৌশলগত কাঠামো কাজে লাগাতে চাইছে। 'নর্থ অ্যামেরিকান ড্রাগ ডায়ালগ' বা এনএডিডি'র আওতায় ফেন্টানিলের মতো মাদক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সম্পর্কে আরও তথ্য বিনিময় করবে অ্যামেরিকা, মেক্সিকো ও ক্যানাডা। আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও নিবিড় করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলেও তিন দেশের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থেকে গেছে। মেক্সিকো থেকে শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ মার্কিন রাজনীতি জগতে স্পর্শকাতর বিষয়। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট লোপেস ওব্রাদোর বাইডেনের উদ্দেশ্যে অ্যামেরিকায় বসবাসরত লাখ লাখ অনিবন্ধিত মেক্সিকানদের স্বীকৃতির জন্য মার্কিন কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করার অনুরোধ করেন। তিনি 'এক মিটারও প্রাচীর' নির্মাণ না করার জন্য বাইডেনকে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে বাইডেন প্রশাসন দক্ষিণ সীমান্তে বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ করার লক্ষ্যে মেক্সিকোর উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তবে এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তিন দেশ এক ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির উদ্যোগ নিচ্ছে। সেই কাঠামোর আওতায় আদম ব্যবসায়ীদের শরণাপন্ন না হয়ে শরণার্থীরা আইনি পথে মেক্সিকো, অ্যামেরিকা বা ক্যানাডায় আশ্রয়ের আবেদন করতে পারবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা মেক্সিকোর জ্বালানি নীতির কড়া সমালোচনা করে চলেছে। মেক্সিকোর সরকার সে দেশের লোকসানে চলা রাষ্ট্রীয় জ্বালানি কোম্পানিগুলিকে প্রতিযোগিতার বাজারে বাড়তি সুবিধা দেওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা সমস্যায় পড়ছে। অ্যামেরিকা ও ক্যানাডার মতে, এর মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি অমান্য করা হচ্ছে। গত জুলাই মাসে এই দুই দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধ মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শীর্ষ সম্মেলনে অবশ্য নেতারা বিষয়টি নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বাড়াতে বাইডেন প্রশাসন যেভাবে বিশেষ সহায়তা দিচ্ছে, কার ফলে মেক্সিকো ও ক্যানাডা ক্ষতির আশঙ্কা করছে। লোপেস ওব্রাদোর ও ট্রুডো সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ট্রুডো মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি 'বাই অ্যামেরিকা' নীতির সমালোচনা করেন।

বিএনপি ও সমমনাদের নয়া পল্টনে 'গণঅবস্থান'

ঢাকা ঃ বিএনপির নেতাকর্মীরা নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে 'সরকার হটানোর আন্দোলনের অংশ হিসেবে ' 'গণঅবস্থানে' বসেন। দলের সদ্য কারামুক্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুলও রাজধানীর কর্মসূচিতে যোগ দেন। দেশের নয় বিভাগীয় শহরেও এ কর্মসূচি পালন করা হয়। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হওয়া এই কর্মসূচি বেলা ২টা পর্যন্ত চলে। বুধবার 'যুগপৎ আন্দোলনের' অংশ হিসেবে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতন্ত্র মঞ্চ, জাতীয় প্রেসক্লাবের পূর্বপ্রান্তে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য এবং আরামবাগে ইডেন কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গণফোরামের 'গণঅবস্থান' কর্মসূচি পালিত হয়। বিলুপ্ত ২০ দলীয় জোটের শরিকদের নিয়ে গঠিত ১২ দলীয় জোট বিজয় নগরে পানির ট্যাংকের কাছে, সমমনা জাতীয়তাবাদী জোট পুরানা পল্টনে এবং এলডিপি কাওরান বাজারে এফডিসির কাছে নিজেদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করে। সরকারের পদত্যাগ, একাদশ সংসদ বিলুপ্ত, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ ১০ দাবিতে বিএনপির নেতৃত্বে যে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করেছে, এটি তার দ্বিতীয় কর্মসূচি। গত ২৪ ডিসেম্বর ৯ বিভাগীয় শহরে এবং ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম কর্মসূচিতে গণমিছিল করেছিল বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। 'গণঅবস্থান কর্মসূচিতে' অংশ নিতে নেতাকর্মীরা সকাল থেকেই ছোট ছোট মিছিল নিয়ে নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে একপাশে পলিথিন ও মাদুর বিছিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন তারা। ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আমান উল্লাহ আমান, আব্দুল কুদ্দুস, আফরোজা খানম রীতা, কেন্দ্রীয় নেতা আসাদুজ্জামান রিপন, মাসুদ আহমেদ তালুকদারসহ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অবস্থান কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। এরপর দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন জাসাস শিল্পীরা। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ, মহানগর উত্তরের সদস্য সচিব আমিনুল হক, দক্ষিণের সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনু। ফকিরাপুর থেকে কাকরাইলের নাইটিঙ্গেল মোড় পর্যন্ত সড়কের একপাশে নেতাকর্মীদের

উপস্থিতিতে অবস্থান কর্মসূচি সমাবেশের রূপ নেয়। 'জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো', 'এই মুহূর্তে দরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে পুরো এলাকা সরব করে রাখেন তারা। বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ কর্মসূচিতে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে চট্টগ্রামে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, রাজশাহীতে আবদুল মঈন খান, সিলেটে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, বরিশালে সেলিমা রহমান, ময়মনসিংহে নজরুল ইসলাম খান, রংপুরে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে কুমিল্লায় বরকত উল্লাহ বুলু ও খুলনায় শামসুজ্জামান দুদু এবং ফরিদপুরে আহমেদ আজম খান অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। নয়া পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের একপাশের সড়কে এই কর্মসূচি হচ্ছে। সড়কের এক পাশ বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ঢাকায় এই গণঅবস্থান কর্মসূচির জন্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশের অনুমতি পায় বিএনপি। জনদুর্ভোগ যাতে না হয়, সেজন্য সড়ক অবরোধ না করে ফুটপাতে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে বলা হয় সেখানে। গণঅবস্থান কর্মসূচি ঘিরে নয়া পল্টনের পুরো এলাকায় সতর্ক ব্যবস্থা নিয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ। কাকরাইল ও ফকিরাপুল মোড়ে জলকামানের গাড়ি দেখা গেছে। বিভিন্ন সড়কের মোড়ে মোড়ে পুলিশ সদস্যদের অবস্থান দেখা গেছে।

গত আট বছর ছিল বিশ্বের উষ্ণতম সময়

ঢাকা ঃ গত আট বছরকে বিশ্বের উষ্ণতম সময় বলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জলবায়ু নিরীক্ষণ বিষয়ক সংস্থা দ্য কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস (সিথ্রিএস)। যেদিন থেকে বিশ্বের তাপমাত্রার রেকর্ড রাখা শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে এখন পর্যন্ত ধারণকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে তারা। মঙ্গলবার প্রকাশিত সিথ্রিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাপমাত্রার রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ২০২২ সাল ছিল ইউরোপের দ্বিতীয় উষ্ণতম বছর, আর বিশ্বের পঞ্চম উষ্ণতম বছর। গত মাসটি ছিল ইউরোপ অঞ্চলের সপ্তম উষ্ণতম ডিসেম্বর। ১৯৯১ সাল থেকে ২০২০ সাল নাগাদ সময়কে আবহাওয়ার স্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করে আবহাওয়াবিদরা উষ্ণতার এ তুলনামূলক চিত্র তৈরি করেছেন। প্রতিবেদনে জানানো হয়, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালিতে গড় তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড ধারণ করা হয়েছে গত বছর। এ সময় মধ্যপ্রাচ্য, চীন, এশিয়ার মধ্যাঞ্চল ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে নজিরবিহীন গরম পড়ে। মেরু অঞ্চলেও গরমের নতুন রেকর্ড হয়েছে গত বছর। অ্যান্টার্কটিকায় আবহাওয়া গবেষণা সংস্থা ভোস্টক স্টেশন সেখানে গত ৬৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ তাপমাত্রা, মাইনাস ১৭ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে। গ্রিনল্যান্ডে গত সেপ্টেম্বরের গড় তাপমাত্রা অন্যান্য বছরের তুলনায় আট ডিগ্রি বেশি ছিল। জলবায়ুর উত্তপ্ত হয়েওঠার পেছনে কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেনের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবকেও দায়ী মনে করা হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত হয়ে এসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলে এক হাজার বছর পর্যন্ত আটকে থাকতে পারে। গত এক দশকে বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাস রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও যানবাহন চালানোর জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারও বৈশ্বিক উষ্ণতার আরেকটি বড় কারণ। কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের সামান্থা বার্গেস বলেছেন, ''২০২২ সালে ইউরোপসহ পুরো বিশ্বের চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ পরিণতির বার্তাই দিচ্ছে।

বসে যাচ্ছে জোশীমঠ, বাড়িতে ফাটল, শহর ভাঙা হতে পারে

জোশীমঠ ঃ ভয়ংকর অবস্থায় উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ। ৬৮৭টি বাড়ি ও রাস্তায় ফাটল। এই বাড়ি ভাঙা হবে। বসে যাচ্ছে শহর।

পরিবেশগত সংকটের মুখে জোশীমঠ। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই শহর বসে যাচ্ছে। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং জানিয়েছে, জোশীমঠ প্রতি বছর আড়াই ইঞ্চি করে বসে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতি খুবই স্পর্শকাতর। ইতিমধ্যেই জোশীমঠের ৬৮৭টি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। দুইটি হোটেলের অবস্থা খুব খারাপ। রাস্তায় বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে শহরকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। ভয়ংকরভাবে বিপজ্জনক, যার মধ্যে ওই ৬৮৭টি বাড়ি আছে। বিপজ্জনক, যেখানে থাকা বাড়িতেও ফাটল দেখা দিতে পারে বা তা ভেঙে পড়তে পারে। আপাতত নিরাপদ, যে সব জায়গায় এখনই বিপদের কারণ নেই। কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারই ৬৮৭টি বাড়ি ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের ফলে তারা ভাঙার কাজ শুরু করতে পারেনি।

দুইটি হোটেল মাউন্টেন ভিউ ও মালারি ইন একে অপরের দিকে হেলে পড়েছে। সেই দুই হোটেল কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ভাঙতে চায়। শুধু জোশীমঠ নয়, তার নিচের কিছু এলাকাতেও বাড়িতে পাটল দেখা দিয়েছে। জোশামঠে বাড়িতে এরকম ফাটল দেখা দিয়েছে। জোশামঠে বাড়িতে এরকম ফাটল দেখা দিয়েছে।

এক সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, জোশীমঠের ৩০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। চার হাজার মানুষকে ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেনাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বেশ কিছু ভাঙার কথা ছিল। কিন্তু বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, তারা সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে বাড়ি বানিয়েছেন। এখন সব ভেঙে দিলে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার আর ভাঙার কাজ শুরু করা যায়নি। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, তপোবনে ন্যাশনাল হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টের কাজ চলছে। তার জন্যই জোশীমঠের এই অবস্থা হয়েছে। সেখানে কাজের জন্য পাহাড় ভাঙা হচ্ছে, আর তার প্রভাব জোশীমঠে পড়ছে। গত মাসে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে তিনবার চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। থার্মাল পাওয়ার কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, তাদের কাজের সঙ্গে জোশীমঠের বাড়িতে ফাটল বা তা বসে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে এই বাড়ি। যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে এই বাড়ি। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় দল গঠন করা হয়েছে। তাদের পরামর্শেই জোশীমঠে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ভাঙা হচ্ছে। তারা মনে করছেন, পরিকল্পনাহীন নগরায়নের কারণেই এই অবস্থা হয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক হর্ষ ভাট দ্য প্রিন্টকে জানিয়েছেন, ২০০৯ সালে তপোবন হাইড্রোপাওয়ার প্ল্যান্টে সুড়ঙ্গে ফুটো হয়ে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়। সেই জল আবার পূরণ হয়েছিল কি না তা জানা নেই। এছাড়া অলকনন্দা নদী গতিপথ পরিবর্তন করায় প্রচুর ভূমিধস হয়েছে। ২০১০ সালে স্টেট ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রধান পীযূষ রাওতেলা একটি নিবন্ধ লিখে জানিয়েছিলেন, তপোবন হাইড্রোপাওয়ারের টানেলে ফুটোর জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৭০০ থেকে ৮০০ লিটার জল বেরিয়ে যাচ্ছে। দিনে বেরোচ্ছে ৭০ মিলিয়ন লিটার। এছাড়া ২০২১ সালে চামোলি জেলায় ভঙ্কর তুষারধস হয়। তাতে ২০০ জন মারা যান। তপোবন পাওয়ার প্লান্টের একাংশ ধসে যায়।

ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের রিপোর্ট জানাচ্ছে, ১৯৭৬ সালে মিশ্র কমিটি জানিয়েছিল, জোশীমঠ ভূমিধস এলাকায় আছে। সমানে বাড়িঘর তৈরি হলে জোশীমঠ ধসে য়েতে পারে।

এখন জোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে নানা ধরনের সমীক্ষা হচ্ছে। কারণ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু জোশীমঠ তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হিমালয়ের বুকে যেভাবে উন্নয়নের কাজ চলছে, একের পর এক বাঁধ দেয়া হয়েছে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হয়েছে, নির্বিচারে বাড়িঘর হয়েছে, তার বিপুল প্রভাব পরিবেশের উপর পড়েছে। পরিবেশবিদরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করছেন। কিন্তু তাদের কথা কেউ কানে তুলছে না।

বিচারপতিকে বিচারকাজে 'বাধা', বাড়ির কাছে শত শত পোস্টার

কলকাতা ঃ তৃণমূলপন্থি আইনজীবীদের নিশানায় আবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। সোমবার থেকে হাইকোর্টে চলছে 'বিক্ষোভ'। তার আগে বিচারপতির বাড়ির সামনে লাগানো হয়েছে শত শত পোস্টার। বিশ্লেষকরা মনে করেন, এসব বিচারকাজ ব্যাহত করার পাঁয়তারা।

এর আগেও বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে গিয়ে হাইকোর্টে নজিরবিহীন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অনুগামী বলে পরিচিত অংশের আইনজীবীরা। গত এপ্রিলে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তারা । তবে সোমবারের ঘটনা আগের সব নজির ছাপিয়ে গিয়েছে।

সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বিরুদ্ধে তৃণমূলপন্থি আইনজীবীরা (তাদের ভাষায়) 'বিক্ষোভ' দেখান। এজলাসের দরজার সামনে সেই বিক্ষোভ চলতে থাকায় কোনো মামলার শুনানি করতে পারেননি বিচারপতি মান্থা। অন্য আইনজীবীদেরও তৃণমূলপন্থি আইনজীবীরা এজলাসে প্রবেশ করতে দেননি বলে অভিযোগ। এক পর্যায়ে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে বলেও জানা গেছে। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই দৃশ্যের ভিডিও। পরিস্থিতি সামলানোর উদ্যোগ নেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। তিনি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে পরিস্থিতি সামলাতে বলেন। তাতেও কোনো কাজ হয়নি।

গত সেপ্টেম্বরেও বিচারপতি মান্থার এজলাসে তাদের ভাষায় 'বিক্ষোভ' দেখিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসপন্থি আইনজীবীরা। তবে তখন সোমবারের মতো পরিস্থিতি হয়নি। হাইকোর্টে তৃণমূলপন্থি আইনজীবীরা তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করার আগেরদিন বিচারপতি মান্থার নামে তার বাসভবনের আশপাশে অসংখ্য পোস্টার লাগানো হয়। দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে থাকেন তিনি। সেই এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া পোস্টারগুলোতে বিচারপতি মান্থার আদালতে দেয়া রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পোস্টারগুলোতে প্রচারকারীর নাম উল্লেখ না করলেও পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেন, এর পিছনে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের 'হাত' আছে।

তারা মনে করেন, এসবের নেপথ্যে রয়েছে বিচারপতির মান্থার নির্দেশ ঘিরে শাসক শিবিরের অসন্তোষ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত রাখার যে নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস ভীষণ অসন্তুষ্ট। দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকার বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছেন একই বিচারপতি।

আইনজীবী ও বাম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা নিয়ে বিচারপতি কৌশিক চন্দের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল তৃণমূল। মদন মিত্রের মামলায় আলিপুর আদালতের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। বিচারপতিদের ভয় দেখানো ওদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

একই প্রসঙ্গে বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় সোমবার বলেন, এটা বিচার ব্যবস্থার উপর আঘাত। এই পন্থা নিলে বিচার প্রক্রিয়া চালানো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কোনো সভ্য দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটা উচিত নয়। কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট, আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ হাইকোর্টে তৃণমূল কংগ্রেসপন্থি আইনজীবীদের আচরনকে 'অসভ্যতা' তকমা দেন। তিনি বলেন, ১০-১৫ জন মান্থার এজলাসে গন্ডগোল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদনাম করছেন। বারের আট হাজার আইনজীবী একে সমর্থন করে না। বিরুদ্ধে রায় গেলে বিচারপতিকে টার্গেট করবো এই সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গে কখনো ছিল না। রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়ন্ত মিত্র এই প্রবণতায় ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, আজকে বাড়ির সামনে পোস্টার দিচ্ছে, কাল বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে, এরপর বিচারপতির গায়ে হাত তুলবে। বিচারপতি কে এল রায়কে গুলি করে মেরেছিল, সেই ঘটনার কি পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে? সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেসপন্থি আইনজীবীদের আচরণ ফ্যাসিস্টের মতো। তিনি বলেন, উচ্চতর আদালতে না গিয়ে এ ধরনের ফ্যাসিস্ট আক্রমণ নজিরবিহীন ও নিন্দনীয়। এটা আইনের শাসনের মূলে কুঠারাঘাত। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক চেষ্টা। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা ও আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলপন্থি আইনজীবীদের আচরণের কোনো সমালোচনা না করে বলেন, বিচারক বিচারপতিদের কোনো কাজ যদি আইনজীবীদের আঘাত করে, তারা প্রতিবাদ করতেই পারেন। বিচার ব্যবস্থা শুধু বিচারকদের নিয়ে গড়ে ওঠেনি, আইনজীবীরাও তার অংশ। বিচারকদের আইনের পরিধির মধ্যেই থাকতে হবে। আজ (মঙ্গলবার) বিচারপতি মান্থার নির্দেশে আদালত চত্বরে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।

সম্পাদকীয়

ভারতে আমেরিকার 'নিখোঁজ' রাষ্ট্রদূত

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে লস অ্যাঞ্জেলেসের সাবেক মেয়র এরিক গারসেটিকে নতুন করে মনোনয়ন দিয়েছে। সাম্প্রতিক এই ঘোষণা দুই দেশের সম্পর্কের বিদ্যমান অদ্ভুত অবস্থাকে তুলে ধরেছে। বাইডেন দুই বছর আগে যখন দায়িত্ব নেন, এর পর থেকে নয়াদিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রদূত নেই এবং এ অবস্থা চলছে এমন একটি সময়ে, যখন ভারতীয়প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের সম্ভাব্য পাল্টা শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এ অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে কোয়াডের সহযোগী দেশ অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের ভূমিকা অপরিহার্য। কৌশলগত দিক থেকে ভারতের এত গুরুত্ব থাকার পরও হোয়াইট হাউস কেন দিল্লিতে তাদের রাষ্ট্রদূতের পদটি দুই বছর ধরে খালি রেখেছিল? ২০২১ সালের জুলাইয়ে, অর্থাৎ নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক মাস পরই গারসেটিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। সে সময় সিনেটে তাঁর মনোনয়নের বিষয়টি পাস হয়নি। ওই সময় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, মেয়র হিসেবে তিনি তাঁর একজন সহযোগীর বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হয়রানির অভিযোগ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। গারসেটি তাঁর সহযোগীর অসদাচরণ সম্পর্কে জানতেন এবং সেই সহযোগীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এমন অভিযোগ সামনে আসার পর গারসেটির নিজের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যরাও বিরোধী রিপাবলিকান পার্টির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর নিয়োগে ভোট দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর মনোনয়ন ঘোষণার ৯ মাস পরে গত এপ্রিলে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার রাষ্ট্রদূতের অবস্থানের একটি দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার কথা স্বীকার করে বলেছিলেন, গারসেটির নিয়োগ সিনেটে অনুমোদন করানোর মতো ভোট তাঁর কাছে না‌ও থাকতে পারে। এতে ভারতীয় কর্মকর্তারা প্রথমে অপ্রস্তুত ও পরে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বাজার হলো ভারত। কিন্তু গারসেটির নিয়োগ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়াটা এই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করেছে। তাঁর নিয়োগ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি এক পাশে সরিয়ে রাখলেও এটি বোঝা যাচ্ছে, নয়াদিল্লিতে গোরসেটিকে যে পদে নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ভারতের জন্য অনেক ভালো হবে। কারণ, বাইডেনের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ আছে। ২০ মাস ধরে বেশ কয়েকজন আমেরিকান দূত নয়াদিল্লি দূতাবাসে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের নিজেদের সাফল্যের জন্য যে বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয় ছিল, তা হলো স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং স্থানীয় পরিবেশ বুঝে ওঠা। কিন্তু তাঁদের সবাইকেই স্থানীয় পরিবেশ বুঝে ওঠার আগেই দিল্লি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আগেরজনের জায়গায় নতুন কাউকে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সম্প্রতি এই পদের জন্য ঝানু কূটনীতিক এলিজাবেথ জোনসের নাম চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাঁর নিয়োগও অস্থায়ী এবং পূর্ণকালীন রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁর পদত্যাগ করার কথা। দিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার বিষয়ে আমেরিকার দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বাইডেন মার্কিন-ভারত অংশীদারিকে 'আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর একটি' বলে অভিহিত করেছেন এবং ভারতকে তিনি 'অপরিহার্য' অংশীদার হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সেই অংশীদারের জন্য একজন রাষ্ট্রদূতের নাম দিতে বাইডেন প্রশাসনের অক্ষমতা অনেক ভারতীয়কে এটি ভাবতে বাধ্য করছে যে যুক্তরাষ্ট্র দিল্লির মতো এত দিন ধরে লন্ডন বা প্যারিসে এই পদটি খালি রাখতে পারত কি না। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যকার কৌশলগত সম্পর্ক এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আগে কখনোই ছিল না। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পক্ষ নেওয়ায় ভারতকে কয়েক বছর ধরে বাড়তি চাপ সামলাতে হচ্ছে। এখন চাপ আরও বেড়েছে। বিশেষ করে হিমালয় এলাকায় ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনের সাম্প্রতিক দখলদারি ভারতকে এখন চীনা সম্প্রসারণবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে বাধ্য করেছে। চীনসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারত সহযোগিতা চায় একই সঙ্গে নিরাপত্তা, প্রযুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়েও সহযোগিতা চায়। ভারতকেও যুক্তরাষ্ট্রের ভীষণ দরকার। কারণ, ভারত আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদারও বটে। এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বাজার হলো ভারত। কিন্তু গারসেটির নিয়োগ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়াটা এই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করেছে। তাঁর নিয়োগ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি এক পাশে সরিয়ে রাখলেও এটি বোঝা যাচ্ছে, নয়াদিল্লিতে গোরসেটিকে যে পদে নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ভারতের জন্য অনেক ভালো হবে। কারণ, বাইডেনের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ আছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে, এমন একজন রাষ্ট্রদূত থাকা যেকোনো স্বাগতিক দেশের জন্য সুবিধাজনক।

বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ

অমলকৃষ্ণ
প্রাবন্ধিক

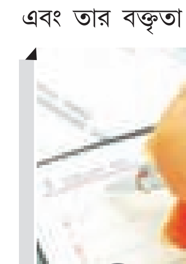

প্রথম বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে উদ্বোধন হয়। এদিন বিবেকানন্দ তার প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রথমদিকে বিচলিত থাকলেও তিনি বিদ্যার দেবী সরস্বতীর নিকট মাথা নোয়ালেন এবং তার বক্তৃতা শুরু করলেন এভাবে, আমেরিকার সমবেত ভগিনী ও ভ্রাতাগণ!

তার এ সম্ভাষণে প্রায় সাত হাজারের মত দর্শক-শ্রোতা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে তাকে সংবর্ধনা জানান। নীরবতা ফিরে আসার পর তিনি তার বক্তৃতা শুরু করলেন ঃ আমার পূর্ববর্তি বক্তারা যে সহিষ্ণুতা ও মহাজাগতিক গ্রহনযোগ্যতার দাবি করেছেন, সেই সহিষ্ণুতা ও মহাজাগতিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ব শিখেছে সেই ধর্মের সর্বাধিক প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বৈদিক ক্রমানুসারে তিনি জাতিসমূহের কনিষ্ঠতমকে অভিবাদন জানালেন। তিনি ইহুদীদের ওপর রোমান আক্রমণ এবং ইহুদী মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবার পর ভারতে আশ্রয় এবং পারসিক জাতির ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বিশ্বে দরবারে ভারতের অবদান ও ভারতের মাহাত্ম্য তুলে ধরলেন।গীতা থেকে এ সম্পর্কে দুটি উদাহরণমূলক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করেন যেহেতু বিভিন্ন স্রোতধারার উৎসসমূহ বিভিন্ন জায়গায় থাকে, সেগুলির সবই সমুদ্রের জলে গিয়ে মিশে যায়, সুতরাং, হে প্রভু, বিভিন্ন প্রবণতার মধ্য দিয়ে মানুষ বিভিন্ন যে সকল পথে চলে, সেগুলো বিভিন্ন রকম বাঁকা বা সোজা মনে হলেও, সেগুলি প্রভুর দিকে ধাবিত হয়! এবং যে আকারের মধ্য দিয়েই হোক না কেন, যেই আমার নিকট আসে, আমি তাঁর নিকট পৌঁছাই সকল মানুষই বিভিন্ন পথে চেষ্টা করছে যা অবশেষে আমার নিকট পৌঁছায়। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হওয়া সত্ত্বেও এটি সভার আত্মা এবং এর বিশ্বজনীন চেতনা ধ্বনিত করে।

সভার সভাপতি, ড. ব্যারোজ বলেন, কমলা-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মসমূহের মাতা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তাঁর শ্রোতাদের উপর সবচাইতে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছেন। প্রেসে তিনি প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করেন যাতে তিনি ভারতের সাইক্লোন সন্ন্যাসী হিসেবে অভিহিত হন। নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক লিখেছিল, ঐশ্বরিক অধিকারবলে তিনি একজন বক্তা এবং হলুদ ও কমলার চিত্রবৎ আধানে তাঁর শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার চেয়ে কম আগ্রহোদ্দীপক ছিল না ওই সকল সমৃদ্ধ ও ছন্দোময়ভাবে উচ্চারিত শব্দসমূহ। নিউইয়র্ক হেরাল্ড লিখেছিল, বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা অনুভব করি এ শিক্ষিত জাতির নিকট মিশনারি পাঠানো কি পরিমাণ বোকামি। আমেরিকার পত্রিকাসমূহ স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মসভার সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব এবং সভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিবেদন লেখে।

তিনি সভায় আরো কয়েকবার হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে বলেন। সভা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হয়। সভায় তার সকল বক্তৃতার একটি সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল - সর্বজনীনতা - অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা।

ধর্মসভা শেষ হওয়ার পর বিবেকানন্দ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে অতিথি হিসেবে ভ্রমণ করেন। তার জনপ্রিয়তা সহস্র জীবন ও ধর্মের উপর নতুন অভিমতের দ্বার উন্মোচন করে। ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্বের সময়, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, প্রাশ্চাত্যের প্রতি আমার একটি বার্তা রয়েছে, যেমনটা বুদ্ধের ছিল প্রাচ্যের প্রতি।

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ধর্মসভা শেষ হওয়ার পর বিবেকানন্দ পুরো দু-বছর পূর্ব ও কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে শিকাগো, ডেট্রয়েট, বোস্টন এবং নিউইয়র্কে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যে তার অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং তার স্বাস্থ্য হয়ে পড়ে দুর্বল। তার বক্তৃতাদান সফর স্থগিত করার পর স্বামীজি বেদান্ত ও যোগের উপর বিনামূল্যে ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন থেকে দুই মাসব্যাপী তিনি থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে তার এক ডজন শিষ্যকে ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য ভাষণ দেন। বিবেকানন্দ এটিকে আমেরিকায় তার প্রথম ভ্রমণের সবচেয়ে সুখী অংশ বলে বিবেচনা করতেন।

আমেরিকায় তার প্রথম পরিদর্শনের সময় ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দু-বার ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন এবং সেখানে তার বক্তৃতাসমূহ সফল ছিল। এখানে তিনি সাক্ষাৎ পান এক আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবলের যিনি পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত হন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তার দ্বিতীয় ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় পিমলিকোতে এক গৃহে অবস্থানকালে বিবেকানন্দ দেখা পান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলারের, যিনি পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণের প্রথম আত্মজীবনী লেখেন। ইংল্যান্ড থেকে তিনি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও ভ্রমণ করেছেন। জার্মানিতে তিনি আরেক ভারততত্ত্ববিদ পল ডিউসেনের সঙ্গ সাক্ষাৎ করেন। তিনি দুটি শিক্ষায়তনিক প্রস্তাবও পান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য দর্শনের চেয়ার এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের প্রস্তাব। তিনি উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, পরিভ্রমণকারী সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি এই ধরনের কাজে স্থিত হতে পারবেন না।

ধর্মপ্রচারে পরিবর্তন আনতে তার সফল্ ভূমিকা ছিল, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে বেদান্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দু ধারণা অভিযোজিত করেছিলেন এবং পশ্চিমীদের চাহিদা ও সমঝোতা অনুযায়ী ধর্মভাবের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, যারা পশ্চিমী গূঢ় ঐতিহ্য ও আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হিন্দু ধর্মভাবে তার গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজনের মধ্যে ছিল চারটি যোগব্যায়ামের পদ্ধতি, যার মধ্যে রাজযোগ, পতঞ্জলির যোগ সূত্রের ব্যাখ্যা, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তার বই রাজযোগ প্রকাশিত হয়, যা তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করে এবং প্রাশ্চাত্যে যোগ ব্যাখ্যার জন্য অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিল।

তিনি আমেরিকা এবং ইউরোপের কতিপয় অকৃত্রিম শিষ্যকে আকৃষ্ট করেছেন, যার মধ্যে ছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিওড, উইলিয়াম জেমস, জোসাই রয়েস, রবার্ট জি ইঙ্গারসোল, নিকোলা টেসলা, লর্ড কেলভিন, হ্যারিয়েট মনরো, এলা হুইলার উইলকক্স, সারাহ বার্নহার্ডট, এমা ক্যালভি, হারম্যান লুডউইক ফারডিন্যান্ড ভন হেলমহোলটজ। তার বেশ কিছু দীক্ষাপ্রাপ্ত অনুগামী ছিলেন ঃ মারি লুইস (একজন ফরাসি মহিলা) যিনি পরবর্তীতে স্বামী অভয়ানন্দ এবং লিওন ল্যান্ডসবার্গ, যিনি পরবর্তীতে স্বামী কৃপানন্দ হিসেবে পরিচিত হন যাতে তারা বেদান্ত সোসাইটি অব মিশন নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। এমনকি এযাবৎকাল পর্যন্ত এখানে বিদেশি নাগরিকদের আনাগোনা রয়েছে যা লস অ্যাঞ্জেলেসে অবস্থিত। আমেরিকা থাকাকালীন বিবেকানন্দকে ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসে রাজ্যের দক্ষিণ পর্বতে বেদান্ত ছাত্রদের জন্য একটি আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে জমি দেওয়া হয়। তিনি এটিকে শান্তি আশ্রম নামে উল্লেখ করেন। বেদান্ত সমাজ হল হলিউডের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত আমেরিকার বৃহত্তম কেন্দ্র (বারোটি অন্যতম কেন্দ্রের মধ্যে)। ইংরেজিতে বেদান্ত সম্পর্কে বই এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ এবং গ্রন্থে প্রকাশের জন্য হলিউডে একটি বেদান্ত প্রকাশনাও রয়েছে। ডেট্রয়েটের ক্রিস্টিনা গ্রিনসটিডেল একটি মন্ত্রে মাধ্যমে বিবেকানন্দ কর্তৃক দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, যিনি পরবর্তীতে ভগিনী ক্রিস্টিন হিসেবে পরিচত হন, এবং তারা একটি ঘনিষ্ঠ বাবা-মেয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ধারণাসমূহ বেশ কয়েকজন পণ্ডিত ও বিখ্যাত চিন্তাবিদ কর্তৃক প্রশংসিত হয় - উইলিয়াম জেমস, জোসেফ রয়েস, সিসি এভারেট, হার্ভার্ড ধর্মশাস্ত্র বিদ্যালয়ের ডিন, রবার্ট জি ইনগারসোল, নিকোলা টেসলা, লর্ড কেলভিন এবং অধ্যাপক হারম্যান লুডউইক ফারডিন্যান্ড ভন হেলমহোলটজ। পশ্চিম থেকেও তিনি তার ভারতীয় কাজে গতি আনেন। বিবেকানন্দ ভারতে অবস্থানরত তার অনুগামী ও সন্ন্যাসী ভাইদেরগ উপদেশ দিয়ে এবং অর্থ পাঠিয়ে বিরামহীনভাবে চিঠি লেখেন। পাশ্চাত্য থেকে পাঠানো তার চিঠিসমূহ সেই দিনগুলিতে সামাজিক কাজের জন্য তার প্রচারাভিযানের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তিনি ভারতে তার নিকট শিষ্যদের বড়ো কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যান। তাদের কাছে পাঠানো তার চিঠিসমূহে তার সবচেয়ে কঠিন কিছু শব্দ ছিল। এরকম একটি চিঠিতে তিনি স্বামী অক্ষরানন্দকে লিখেছিলেন, খেতরি শহরের দরিদ্র ও নিচু শ্রেণির ঘরে ঘরে যাও এবং তাদের ধর্মশিক্ষা দাও। ভূবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়েও তাদের মৌখিক শিক্ষা দিও। অলসভাবে বসে থেকে, রাজকীয় খাবার খেয়ে আর রামকৃষ্ণ, ও প্রভু! বলে ভালো কিছু হবে নাযদি না তুমি দরিদ্রদের জন্য ভালো কিছু করতে পারো। পরিণামস্বরূপ ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বেদান্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দের সরবরাহকৃত অর্থে মাদ্রাজে ব্রহ্মাবদীন নামে এক সাময়িকপত্র প্রকাশ করা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে (১৮৮৯) ব্রহ্মাবদীনে দি ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট-এর প্রথম ছয় অধ্যায়ের বিবেকানন্দকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ তার শিষ্য ক্যাপ্টেন এবং মিসেস সেভিয়ের ও জেজে গুডউইনকে নিয়ে ১৮৯৬ খ্রস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ইংল্যান্ড ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তারা ফ্রান্স ও ইতালি ভ্রমণ করেন এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির দ্য লাস্ট সাপার দর্শন করে ১৮৯৬ খ্রস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের উদ্দেশ্যে ন্যাপলস বন্দর ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে মিস মুলার এবং সিস্টার নিবেদিতা ভারতে তাকে অনুসরণ করেন। সিস্টার নিবেদিতা তার বাকি জীবন ভারতীয় নারীদের শিক্ষায় এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে নিযোজিত করেন।

বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কলম্বো পৌঁছান এবং এক পরমানন্দদায়ক অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি প্রাচ্যে তার প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা (ভারত, পবিত্র ভূমি) করেন। সেখান থেকে কলকাতায় তার পৌঁছানো ছিল এক বিজয়ঘটিত প্রত্যাবর্তন। তিনি ভ্রমণ করেন কলম্বো থেকে পাম্বান, রামেস্বরম, রামনাদ, মাদুরাই, কুম্বাকোনাম এবং মাদ্রাজ। এই জায়গাগুলোতে তিনি বক্তৃতা দেন। জনগণ এবং রাজারা তাকে অত্যুৎসাহী অভ্যর্থনা জানান। পাম্বানে মিছিলে রামনাদের রাজা নিজে স্বামীজির ঘোড়ার গাড়ি টানেন। মাদ্রাজে যাওয়ার পথে কতিপয় জাগয়ায় যেখানে ট্রেন থামত না সেখানে জনগণ রেললাইনে বসে ট্রেন থামাত এবং স্বামীজির বক্তৃতা শোনার পরই ট্রেনকে যেতে দিত। মাদ্রাজ থেকে তিনি কলকাতায় তার ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন এবং আলমোড়া পর্যন্ত তার বক্তৃতা দেওয়া চালিয়ে যান। যেখানে পাশ্চাত্যে তিনি ভারতের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথা বলেছিলেন, সেখানে ভারতে ফিরে তার 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' বক্তৃতা ছিল জনগণের জন্য নৈতিক অনুপ্রেরণা, বর্ণাশ্রম ভাইরাস দূরীকরণ, বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহদান, দেশের শিল্পায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। এ সমস্ত বক্তৃতা কলম্বো থেকে আলমোড়া বক্তৃতা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বক্তৃতাসমূহকে জাতীয়তাবাদী ঐকান্তিকতা ও আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের প্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়। তার বক্তৃতাসমূহ মহাত্মা গান্ধি, বিপিন চন্দ্র পাল এবং বালগঙ্গাধর তিলকসহ আরো অনেক ভারতীয় নেতার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে কলকাতায় বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম প্রচারের জন্য সংগঠন রামকৃষ্ণ মঠ এবং সামাজিক কাজের জন্য সংগঠন রামকৃষ্ণ মিশন। এটি ছিল শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা-সংক্রান্ত এবং দাতব্য কাজের মধ্য দিয়ে জনগণকে সাহায্য করার এক সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের প্রারম্ভ। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের ভিত্তি হচ্ছে কর্ম যোগ। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা দুটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার মধ্যে কলকাতার কাছে বেলুড়ের মঠটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় করা হয়েছিল এবং অন্যটি হিমালয়ের মায়াবতীতে আলমোড়ার নিকটে অদ্বৈত আশ্রম নামে পরিচিত এবং পরে তৃতীয় মঠটি মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ইংরেজিতে প্রবুদ্ধ ভারত ও বাংলায় উদ্বোধন নামে দুটি সাময়িকী চালু করা হয়েছিল। একই বছর মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বামী দুর্ভিক্ষের জন্য অখণ্ডানন্দ কর্তৃক ত্রাণ কাজ চালু করা হয়েছিল।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্যে স্বামীজির প্রথম ভ্রমণের সময় যখন তারা একত্রে ইয়োকোহামা থেকে শিকাগো যাত্রা করেছিলেন তখন বিবেকানন্দ স্যার জামশেদজি টাটাকে একটি গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আনুমানিক এই সময়ে স্বামীজি টাটার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর প্রধান হওয়ার অনুরোধ সংবলিত একটি চিঠি পান। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, সেটি তার আধ্যাত্মিক আগ্রহের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ।

বিবেকানন্দ পরে পুনঃসংস্কারকৃত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষের আর্য সমাজ ও গোঁড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষের সনাতনপন্থীদের মধ্যে ঐকতান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব ভ্রমণ করেন।

সাময়িকী

ছোট্ট বিলের গল্প

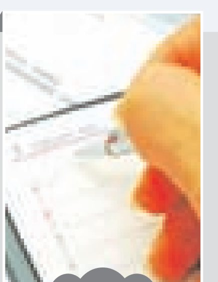

মহাশ্বেতা রায়
কলামিস্ট

উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রীটের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্ম হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের। তখন অবশ্য তিনি মোটেও স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন না। বাড়ির সেই ছোট্ট ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আদর করে সবাই ডাকত -'বিলে'। বিলের দাদু দুর্গাচরণ দত্ত ফারসী আর সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তার সাথে ছিলেন তুখোড় আইনজ্ঞ। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, তাঁর ছেলে বিশ্বনাথের জন্ম হলে, তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিলের বাবা বিশ্বনাথ দত্তও একজন জ্ঞানী-গুণী মানুষ ছিলেন। তিনি ইংরেজি এবং ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। বাইবেল আর ফারসী কবি হাফিজের লেখা পড়তে তিনি খুব পছন্দ করতেন। আশেপাশের মানুষজন সবাই তাঁকে খুব সম্মান করে চলত। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন দক্ষ আইনজীবি ছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত খুব দয়ালু একজন মানুষ ছিলেন। তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকে সমানভাবে দান বা সাহায্য করতেন। তিনি সঙ্গীত চর্চা করতে পছন্দ করতেন। তাঁর গানের গলা খুব ভাল ছিল। তিনিই চেয়েছিলেন যে তাঁর ছেলে বিলে গানবাজনা নিয়ে পড়াশোনা করুক, কারণ,তিনি মনে করতেন সংগীত মানুষকে অনেক আনন্দ দেয়। বিলের মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন তাঁর বাবার সুযোগ্যা স্ত্রী। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন। সবাই তাঁকে সম্মান করত আর সব বিষয়ে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিত। তাঁর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। রামায়ণ আর মহাভারতের অনেকখানি করে অংশ তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর স্বামীর মত তিনিও গরিব-দুঃখী মানুষদের সাহায্য করতে ভালবাসতেন। এইরকম বাবামায়ের কোলে, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি জন্ম হয়েছিল নরেন্দ্রনাথের।

যেকোন শিশুর জীবনে তার মায়ের প্রভাব সব থেকে বেশি। নরেন্দ্রনাথ অনেক পরে জানিয়েছিলেন কিভাবে তাঁর মা তাঁকে প্রথম ইংরেজি শব্দগুলো শিখিয়েছিলেন। মায়ের কাছেই তিনি বাংলা বর্ণমালা শিখেছিলেন। মায়ের কোলে বসেই বিলে প্রথম রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প শোনে। রামায়ণের গল্প শুনে ছোট্ট বিলের এত ভাল লাগে যে সে রাম-সীতার একটা ছোট মাটির মূর্তি কিনে ফুল দিয়ে পুজো করত। মাঝে মধ্যে সে রামের বদলে শিবের পুজোও করত। কিন্তু আদতে সে রামায়ণ শুনতে খুব ভালবাসত। পাড়ায় কোথাও যদি রামায়ণ পাঠের আসর বসত, সেখানে বিলের দেখা মিলতই। ছোটবেলা থেকে বিলে ধ্যান-ধ্যান খেলতে ভালবাসত। এই খেলার মধ্যেই মাঝে মাঝে ধ্যান করতে করতে সে এমন আত্মহারা হয়ে যেত, যে তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোন খেয়ালই থাকত না। একদিন এইভাবে সে বাড়ির এক কোণায় এমন গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে উঠেছিল যে বহুক্ষণ তার কোন হুঁশ ছিল না। তার বাড়ির লোক শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজা ভেঙে তাকে ঝাঁকুনি নিয়ে নিয়ে তার চেতনা ফিরিয়ে আনে। ভবঘুরে সাধুদের সম্পর্কে বিলের খুব আগ্রহ ছিল। বাড়ির দরজায় কোন সাধু এসে দাঁড়ালেই বিলে খুব খুশি হয়ে তাকে বাড়ির ভেতর থেকে যা ইচ্ছা তাই এনে দিয়ে দিত। ঘুমাতে যাওয়ার সময়ে ছোট্ট বিলের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হত। যেইমাত্র সে তার চোখ বুঝত, তার ভ্রূ-দুটির মাঝখানে এক ঝলমলে বিন্দু দেখা দিত, যা রঙ বদলাতে থাকত, আর এক সময়ে সেই বিন্দুটি বড় হতে হতে যেন তারা সারা শরীর কে উজ্জ্বল সাদা আলোয় ধুইয়ে দিত। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই ছোট্ট ছেলেটা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ত। বিলে ভাবত, সবারই বুঝি এমনি হয়।কিন্তু এটা আসলে তার ভবিষ্যতের বিশালত্বের দিকেই নির্দেশ করত।

তাই বলে ভেব না আমাদের নরেন, অর্থাৎ কিনা বিলে, খুব গম্ভীর একটা ছোট্ট ছেলে ছিল। সে কিন্তু আসলে ছিল একটা খুব দুষ্টু ছোট ছেলে। সে এত দুরন্ত ছিল আর তাকে মাঝে মাঝে সামলানো এত কঠিণ হয়ে পড়ত যে তার পেছনে সবসময়ে বাড়ির দুজন দাসী বহাল ছিল। তাই তার মা মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলতেন - আমি শিবের মত একটা ছেলে চাইলাম, আর শিব নিজে না এসে একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিলেন।

জানা অজানা

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির, বিবেকানন্দের পার্থিব শরীরের অন্তিম সংস্কার করার স্থানে

৪ জুলাই ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ, (তার মৃত্যুর দিন) বিবেকানন্দ ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন, বেলুড় মঠের চ্যাপেলে তিন ঘণ্টা ধরে ধ্যান করেন। এরপর তিনি ছাত্রদের শুক্লা-যজুর্বেদ শেখান, যা একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং যোগ দর্শন। পরে সহকর্মীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের বৈদিক কলেজে একটি পরিকল্পনার আলোচনা করেন। তিনি ভ্রাতা-শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে হাঁটেন এবং তাকে রামকৃষ্ণ মঠের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নির্দেশনা দেন। সন্ধ্যা ৭.০০ টায় বিবেকানন্দ তার ঘরে ফেরেন এবং তাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেন১ এর প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত ৯.১০ মিনিটে ধ্যানরত অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তার শিষ্যদের মতে, বিবেকানন্দের মহাসমাধি ঘটেছিল আর চিকিৎসকের প্রতিবেদনে বলা হয় এটি হয়েছে তার মস্তিষ্কে একটি রক্তনালী ফেটে যাবার কারণে, কিন্তু তারা মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ধার করতে পারেননি। তার শিষ্যদের মতানুসারে ব্রহ্মরন্ধ্র-মস্তিষ্কের চূড়ার রন্ধ্র-অবশ্যই ফেটে থাকবে যখন তিনি মহাসমাধি অর্জন করেছিলেন। বিবেকানন্দ চল্লিশ বছর জীবৎকাল পূর্ণ করার আগেই তার ভাববাণী সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাকে বেলুড়ে গঙ্গা নদীর তীরে একটি চন্দন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চিতার উপর দাহ করা হয়, যার বিপরীত পাশে ষোল বছর আগে রামকৃষ্ণ দেবের মরদেহ দাহ করা হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণসমূহ, উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাদান, ব্যক্তিগত আলোচনা এবং চিঠিপত্রের আদান-প্রদান তার স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি হাঁপানি, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য শারীরিক অসুখে ভুগছিলেন। তার দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ষপঞ্জিপঞ্জিকা পড়তে দেখা যেত। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার তিন দিন পূর্বে তাকে দাহ করার স্থান দেখিয়ে দেন - যে স্থানে বর্তমানে তার স্মৃতিতে একটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কতিপয় লোকের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবেন না।

পাঠকের চিঠি

দেশের যুবসমাজের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শগুলো তুলে ধরতে হবে

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই কথাগুলো যেন দেশের ঐতিহ্যের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকান্দ যেন আদর্শের এক মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। সর্বদা উন্নত ও আদর্শ চরিত্র গঠনের উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন কারণ এক উন্নত ও আদর্শ চরিত্রই পারে দেশের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে। এক্ষেত্রে দেশের যুবসমাজই দেশের উন্নতির কাণ্ডারী।১২ই জানুয়ারী,দিনটি সকল বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে এক স্মরণীয় দিন। ভারতের বীরসন্ন্যাসী ,আদর্শ মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। দিনটি যুবদিবস হিসেবেও পালিত হয়। এই বিশেষ দিনটিকে আমরা সকলেই ওনাকে বিশেষভাবে স্মরণ করি। বিবেকানন্দ এক আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁহার ব্যক্তিত্ব,চারিত্রিক মহত্ব এবং সর্বোপরি জীব সেবায় শিব সেবা এই মানবধর্ম আজও সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে তাঁহার বক্তৃতা আজও মনোমুগ্ধকর। দেশের তরুণ,যুবদের আদর্শ চরিত্রগঠনে তাঁহার অমোঘবাণী আজও আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আজ দেশের যুবসমাজের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শগুলো তুলে ধরতে হবে তবেই এ সমাজ উন্নত ও রুচিশীল হবে। আর এ দায় ও দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। **শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

হজে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কোভিডের আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে

রিয়াদ ঃ সৌদি আরবে এ বছর হজযাত্রীর সংখ্যা প্রাকমহামারী পর্যায়ে ফিরে আসবে। কর্তৃপক্ষ বলছে, কোভিড বিধিনিষেধগুলো করোনা ভাইরাস সম্পর্কে উদ্বেগের কারণে এই বার্ষিক ধর্মীয় উদযাপনকে হ্রাস করা হয়েছিল। শারীরিকভাবে সক্ষম সমস্ত মুসলিমের জন্য জীবনে একবার হলেও হজ আবশ্যক। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসমাবেশকে তুলে ধরে। মহামারীর আগে প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ মক্কায় কাবাশরীফে হজে আসতো। কাবাশরীফের দিকে মুসলমানরা দিনে ৫ বার নামাজ পড়ে।

২০১৯ সালের ২৪ লাখের বেশি মানুষ হজে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সালে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে লকডাউন আরোপ করায় সৌদি আরব হজের সুযোগ ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছিল। এতে সৌদি আরবের ১ হাজার জনের কম বাসিন্দাকে অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ফ্লু মহামারীর সময়ও এমন অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এই ফ্লুতে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। ২০২১ সালে সৌদি আরবের প্রায় ৬০ হাজার বাসিন্দা অংশগ্রহণ করেছিলেন। গত বছর ১০ লাখ হজযাত্রী হজ পালন করেছে। করোনা ভাইরাস হজকে আক্রান্ত করা প্রথম জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় নয়। সৌদি আরবের আল সৌদ শাসক পরিবার তেলসমৃদ্ধ এই দেশটিতে হজের স্থানগুলোর তত্ত্বাবধান এবং সুরক্ষার জন্য তাদের বৈধতাকে আটকে রেখেছে। হজ করা নিশ্চিতকরণ তাদের জন্য একটি অগ্রাধিকার এবং এছাড়াও সৌদি আরবে তেলের বাইরে কোটি কোটি ডলারের রাজস্ব নিয়ে আসা প্রধান একটি অর্থনৈতিক চালক।

২৫ তালেবান হত্যার খবরে ক্ষুব্ধ প্রিন্স হ্যারি

লন্ডন ঃ আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালনের সময় ২৫ জন তালেবানকে হত্যা করার বিষয়ে তিনি গর্ব করেছেন এমন দাবি যারা করেছেন তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রিন্স হ্যারি। বলেছেন, এটা 'বেদনাদায়ক' এবং 'বিপজ্জনক মিথ্যা'।

মার্কিন চ্যাট শো 'দ্য লেট শো'র সঞ্চালক স্টিফেন কোলবার্টের সঙ্গে কথা বলার সময় হ্যারি বলেন, কোনো সন্দেহ নেই তারা (মিডিয়া) সবচেয়ে বিপজ্জনক যে মিথ্যাটি বলেছে, তা হলো, আফগানিস্তানে কতজনকে হত্যা করেছি তা নিয়ে আমি অহঙ্কার করেছি। তিনি অভিযোগ করেন যে, সংবাদমাধ্যমে তার কথাগুলোকে প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমি আমার অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মনে হয়েছে, সৎ থাকা উচিত। এটা অন্যদেরকেও তাদের অভিজ্ঞতা নিঃসংকোচে প্রকাশে উৎসাহিত করবে, হ্যারি বলেন।

'স্পেয়ার' বইয়ে হ্যারি দুটি আফগানিস্তান সফরের কথা উল্লেখ করেছেন। ২০১২ সালে যখন তিনি দ্বিতীয়বার সেখানে যান, তখন অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারে সহপাইলট বন্দুকধারী ছিলেন এবং তিনি ২৫ জন তালেবানকে হত্যা করেছিলেন। হ্যারি বলেন, সে জন্য তিনি গর্বিত নন, লজ্জিতও নন। ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং কয়েকজন প্রাক্তন সিনিয়র ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা এভাবে হত্যার সংখ্যা জনসমক্ষে প্রকাশ করার বিষয়টির কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, এর ফলে হ্যারি ও সংশ্লিষ্ট অন্যরা ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনীমূলক বই মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়। প্রকাশক জানিয়েছে, বইটি যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে দ্রুত বিক্রিত ননফিকশন।

এই বইতে হ্যারি তার জীবন, অন্যান্য রাজ পরিবারে তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত ঘটনা, কীভাবে 'প্রতিকূল' মিডিয়ার সম্মুখীন হয়েছেন ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সেনার অংশ হিসাবে প্রিন্স হ্যারি আফগানিস্তানে অ্যামেরিকার নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে ছিলেন। সেখানে তিনি সামরিক হেলিকপ্টার চালাতেন।

ছয় দেশ থেকে জ্বালানি কিনছে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ ২০২৩ সালের জন্য সরকার বিশ্বের ছয় দেশ থেকে ২১ লাখ টন ডিজেল এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই তেল আমদানির খরচ পড়বে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা। বুধবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ মাহবুব খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ''জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি থেকে চলতি জানুয়ারি থেকে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৬০ হাজার টন ডিজেল আমদানি করবে। এতে মোট খরচ ধরা হয়েছে ৫৪৫ কোটি ৪ লাখ টাকা। জ্বালানির দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ওঠানামা করলেও বৈঠকে পাস হওয়া তথ্য অনুযায়ী এসব ডিজেলের প্রতি লিটারের দাম ৯০ টাকা ৮৪ পয়সার মধ্যে থাকবে। তবে দাম কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

সাঈদ মাহবুব জানান, বিপিসির আরেক প্রস্তাবে বিশ্বের ছয় দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সাত প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারিজুন সময়ের জন্য ২০ লাখ ৪০ হাজার টন পরিশোধিত জ্বালানি কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে মোট খরচ হবে ১৮ হাজার ২১৫ কোটি ৫২ লাখ টাকা। ইন্দোনেশিয়ার বিএসপি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইএনওসি, ভারতের আইওসিএল, চীনের পেট্রোচায়না, মালয়েশিয়ার পিটিএলসিএল, থাইল্যান্ডের পিটিটিটি ও চীনের ইউনিপ্যাক থেকে এই কেনাকাটায় প্রতি লিটার পরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম পড়বে ৮৯ টাকা ২৯ পয়সা।

২০২১২০২২ অর্থবছরে দেশে প্রায় ৬৭ লাখ টন জ্বালানির প্রয়োজন হয়েছিল এই চাহিদা প্রতিবছরই ৭ থেকে ৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। ওই বছর দেশের মোট চাহিদার মধ্যে ৬ থেকে ৭ লাখ টন জ্বালানির যোগান এসেছিল দেশীয় উৎস থেকে। সরকারি পরিশোধন কোম্পানি ইস্টার্ন রিফাইনারিতে বছরে ১৫ লাখ টন অপরিশোধিত জ্বালানি পরিশোধন করার সক্ষমতা রয়েছে। পুরো ২০২৩ সালের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৫৪ লাখ ৬০ হাজার টন জ্বালানি তেল আমদানিরএকটি প্রস্তাব গত অক্টোবরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পাস করিয়ে রেখেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

জার্মানিতে শিক্ষককে খুনের দায়ে কিশোর শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

বার্লিন ঃ ১৭ বছর বয়সি ছেলেটি ছুরি নিয়ে তার শিক্ষককে আক্রমণ করার কথা জানিয়ে নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষককে হত্যার দায়ে জার্মানির উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ইববেনবুরেন থেকে ঐ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডটি ঘটে এক ভোকেশনাল স্কুলে। নিহত শিক্ষকের বয়স ছিল ৫৫ বছর।

হত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার বিকালে ছেলেটি ক্লাসে ঢুকে হামলা করার সময় শিক্ষক একাই ছিলেন। হামলাকারী ছুরি দিয়ে কুপিয়ে শিক্ষককে খুন করে। পরে ছেলেটি পুলিশকে ফোন করে এবং কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে বলে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ম্যুনস্টারের পাবলিক প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের এক মুখপাত্র জানান।

দিকে, জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের এক শহরের স্কুলে গণহত্যার পরিকল্পনা করার অভিযোগে আরেক শিক্ষার্থীর বিচার চলছে। ওই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হত্যা করতে চেয়েছিল। ফেডারেল প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে চরম, ডানপন্থি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ ছাত্র পাইপ বোমা দিয়ে অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা করেছিল।

প্যারিসে ছুরি হামলায় আহত অনেক

প্যারিস ঃ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের অন্যতম ব্যস্ত ট্রেন স্টেশন গার দ্যু নর্দে এক ব্যক্তি ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীকে নিরস্ত্র ও আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সময় ভোর ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ফরাসি গণমাধ্যম। গার দ্যু নর্দ থেকে উত্তর ফ্রান্স ছাড়াও বেলজিয়াম, জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসেও ট্রেন চলাচল করে। পুলিশ জানিয়েছে, নিরস্ত্র ও আটক করার আগে হামলাকারী বেশ কয়েকজনকে আহত করেছে। ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেরার্দ ডারমানিন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায় পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, আক্রান্তদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তাও ছিলেন। তবে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের কারণে এই পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হননি। তবে একজন যাত্রী ছুরি হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন, তার চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনার ফলে কিছুক্ষণের জন্য স্টেশনটিতে রেল চলাচল বন্ধ ছিল বলে জানিয়েছে রেল অপারেটর এসএনসিএফ।

ঠিক কতজন এই হামলায় আহত হয়েছেন, তা জানায়নি কর্তৃপক্ষ। তবে ফরাসি গণমাধ্যম বিএফএম টিভি 'অন্তত ছয় জন আহত হয়েছেন' জানিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। হামলার কারণ সম্পর্কেও কিছু জানায়নি পুলিশ।

তিন সপ্তাহ আগেই প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কুর্দিশ কালচারাল সেন্টারে এক বন্দুকধারী হামলা চালিয়ে তিন জনকে হত্যা করে। একটি রেস্টুরেন্ট এবং সেলুনে হামলায় আহত হন কয়েকজন। বর্ণবাদী চিন্তা থেকেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছিল বলে জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

সভাপতির পদ হারালেন জিদানকে অসম্মান করা সেই গ্রায়েত

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ জিনেদিন জিদানকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) সভাপতি নোয়েল লে গ্রায়েতকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ এফএফএফের কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রায়েতের জায়গায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ফিলিপে দিয়ালো। তিনি এত দিন সহসভাপতি পদে ছিলেন। ৮১ বছর বয়সী গ্রায়েত কয়েক দিন ধরে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছিলেন। দিদিয়ের দেশমকে ২০২৬ পর্যন্ত ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়ার পর আরএমসি স্পোর্টসকে একটি সাক্ষাৎকার দেন গ্রায়েত। সেখানে প্রধান কোচের অন্যতম দাবিদার জিনেদিন জিদানকে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বেশ কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করেন এফএফএফ প্রধান, যার একটি ছিল এ রকম, 'জিদান যদি আমাকে ফোন করত, তাহলে কী হতো? নিশ্চিতভাবে কিছুই হতো না। আমি ওর ফোনই তুলতাম না।' জিদান কোথায় কী করবেন, সেটিকে 'পাত্তা' দেন না মন্তব্য করে বর্তমান ও সাবেক ফুটবলারদের তোপের মুখে পড়েন তিনি। একপর্যায়ে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী এমিলি ওদিয়াকাস্তেরা গ্রায়েতকে জিদানের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। সেদিনই তিনি ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেন।

এফএফএফ প্রেসিডেন্টকে এমবাপ্পে, 'কিংবদন্তিকে এভাবে অসম্মান করবেন না' জিনেদিন জিদানের পক্ষে সরব এমবাপ্পে তবে আগে থেকে আরও এক অভিযোগে আলোচনার মধ্যে ছিলেন গ্রায়েত। তাঁর বিরুদ্ধে এফএফএফ কর্মীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে তদন্ত করছে ফ্রান্স ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গঠিত অডিট কমিশন। সব মিলিয়ে আজ জরুরি বৈঠক ডেকে গ্রায়েতকে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে বলে কার্যনির্বাহী কমিটি। পরে এফএফএফের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। প্যারিসে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশমের চুক্তির মেয়াদ নিয়েও আলাপ হয়। ২০১২ সাল থেকে ফ্রান্স দলকে দেখভাল করে আসছেন ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গে এফএফএফের চুক্তি ছিল ২০২২ বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়ার পর দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে দেশমের সঙ্গে আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেন গ্রায়েত। ২০২৪ সালে নিজের মেয়াদ শেষ করতে যাওয়া গ্রায়েত আরও দুই বছরের জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া নৈতিকতার মানদণ্ডে সঠিক কি না, এমন আলোচনা হয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে। শেষ পর্যন্ত দেশমের সঙ্গে চুক্তি নবায়নকে বৈধতা দেয় কমিটি।

কুকুরের কামড়ে প্রাণ গেল জাম্বিয়ার সাবেক ফুটবলারের

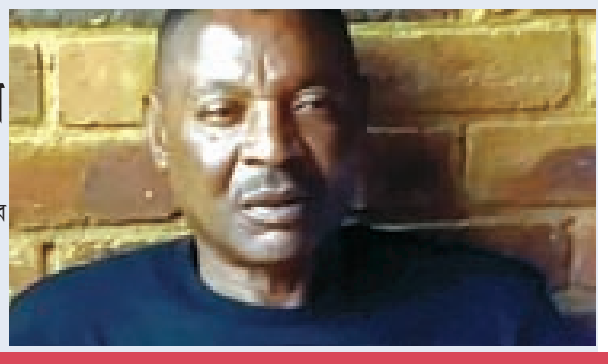

জাম্বিয়া (ওয়েবডেস্ক) ঃ নিজের পালিত তিন কুকুরের কামড়ে আহত হয়ে মারা গেছেন জাম্বিয়ার সাবেক খেলোয়াড় ফিলেমন মুলালা। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্সে নিজের বাড়িতে কুকুরের হামলার শিকান হন তিনি। ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহ উদ্ধারের দুই দিন পর আক্রান্ত ব্যক্তিটি মুলালা বলে চিহ্নিত করে জাম্বিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। স্থানীয় পুলিশের সূত্রে ইএসপিএনের খবরে বলা হয়, কেপটাউন এফসি ও দিনামোস এফসিতে খেলার সুবাদে দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করে আসছিলেন মুলালা।

ঘটনার সময় ওই এলাকায় বিদ্যুৎবিভ্রাট চলছিল। বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে প্রভিন্স পুলিশের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন স্যাম সেলানায়ানে বলেন, 'তাদের বাসাটি ব্যস্ত রাস্তার পাশে। গাড়ি আর পথচারীর দিকে তাকিয়ে কুকুরগুলো প্রায়ই ঘেউ ঘেউ করে। সেদিন কুকুরের শব্দ শুনে দেখতে বের হয়েছিলেন মুলালা। বিদ্যুৎ ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী স্বামীকে খুঁজতে বের হন। একপর্যায়ে বাগানে নিথর অবস্থায় খুঁজে পান তিনি।' খবর পেয়ে কুকুর তিনটিকে সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস (এসপিসিএ) বিভাগ বাড়ি থেকে সরিয়ে নেয়। সোমবার নিহত ব্যক্তিটি মুলালা ছিলেন বলে শোকবার্তা জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে জাম্বিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৮৪ সালে ইস্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল আফ্রিকা চ্যালেঞ্জ কাপের (কেকাফা) ম্যাচ দিয়ে জাম্বিয়া জাতীয় দলে অভিষেক হয় মুলালার। ওই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে কেনিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করেন তিনি। ফাইনালে মালাবিকে হারিয়ে শিরোপাও জেতে জাম্বিয়া। ১৯৬৪ সালে স্বাধীন হওয়ার পর সেটিই ছিল জাম্বিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক শিরোপা।

বাবর রিজওয়ানকে চাপে রাখা হয়েছে, দাবি রমিজের

লাহৌর ঃ পাকিস্তান ক্রিকেট ও অস্থিরতা যেন অনেকটাই সমার্থক। দেশটির ক্রিকেটে খুব বেশি দিন স্থিতিশীল থাকার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়াই যে দুষ্কর। কদিন আগেও মনে হচ্ছিল, রমিজ রাজার অধীন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তারা। তবে গত এক মাসেই ওলটপালট হয়ে গেছে সবকিছু। দায়িত্ব হারিয়ে রমিজ এখন বোর্ডের বাইরে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নাজাম শেঠি। শুধু বোর্ডপ্রধানের দায়িত্বেই নয়, প্রধান নির্বাচকসহ অন্য পদগুলোতেও এসেছে পরিবর্তন। রদবদলের এ অস্থিরতার মধ্যে চলছে কথার লড়াইও। এবার রমিজ দাবি করেছেন, নতুন কমিটি দায়িত্ব নিয়ে 'অযৌক্তিক চাপ' দিচ্ছে অধিনায়ক বাবর আজম ও সহঅধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানের ওপর। রমিজকে সরিয়ে শুরুতেই বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে পিসিবির দায়িত্বে আসা নতুন কর্তারা। লম্বা সময় পর টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হয় সরফরাজ আহমেদকে, যা চাপে ফেলেছে রিজওয়ানকে। সরফরাজ অবশ্য সুযোগটা দারুণভাবে কাজেও লাগিয়েছেন। অন্য দিকে ব্যাট হাতে পারফর্ম করলেও দল ভালো না করায় চাপ আছে বাবরের ওপরও।

অনেক ক্ষেত্রে এই দুজনের ওপর 'অযৌক্তিক' চাপ দেওয়ার হচ্ছে উল্লেখ করে রমিজ বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান ব্যাপক চাপে আছে। বাবর রান করছে, তবে টেস্টে সময়টা ভালো না যাওয়ায় বাবরের ওপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে। আর এভাবে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।' লাল বলের ক্রিকেটে রিজওয়ানকে বাদ দেওয়া নিয়েও কথা বলেছেন রমিজ, 'নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে বাদ দেওয়ার পর রিজওয়ানও বেশ চাপে আছে। কারণ, পাকিস্তানের বিকল্প উইকেটকিপার আছে। রিজওয়ানকে পারফর্ম করে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যা মোটেই সহজ নয়।'

সাদা বলের ক্রিকেটে নতুন করে কাউকে সহঅধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়ার বিরোধিতাও করেছেন রমিজ। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে নিয়মিত সহঅধিনায়ক শাদাব খান না থাকায় তাঁর পরিবর্তে দায়িত্ব দেওয়া হয় শান মাসুদকে। এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে রমিজ বলেছেন, 'কোনো কারণ ছাড়াই রিজওয়ানকে কেন সহঅধিনায়কের পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে? এ সিদ্ধান্ত থেকে কে লাভবান হবে?'

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলোও বলছে, কোনো ধরনের আলাপ ছাড়া এমন সিদ্ধান্তে খুশি নন বাবর। বাবরকে ঘিরে বিতর্ক তৈরির চেষ্টা চলছে উল্লেখ করে রমিজ বলেছেন, 'পাকিস্তান গত এক বা দুই বছর ধরে ভালো করছে। কারণ, দলটি বিতর্ক থেকে দূরে ছিল। সবার দায়িত্বও নির্ধারিত ছিল।'

মেসি মিয়ামিতে খেলবেন? কোচ বললেন, 'সম্ভব, কিন্তু সময় লাগবে'

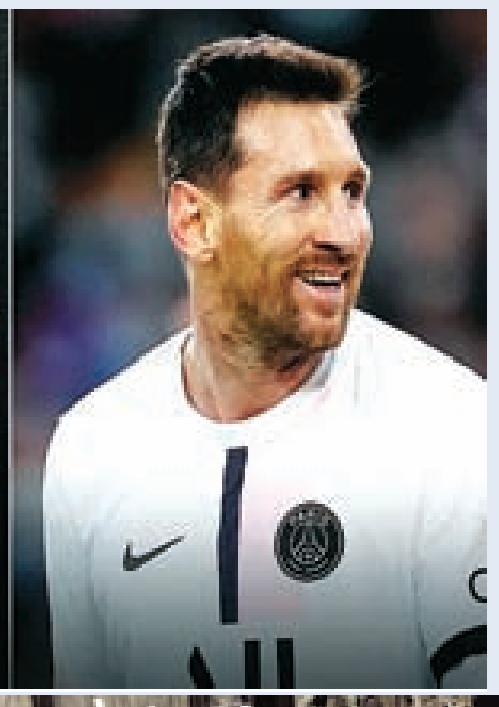

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি কি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নাম লেখাবেন? এমন গুঞ্জন বেশ কিছুদিন থেকেই। বিশ্বকাপের আগেই নাকি এমএলএস দল ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে মেসির কথাবার্তা হয়েছিল। এই মৌসুম শেষেই পিএসজির সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ের পর পরিস্থিতি পাল্টে গেছে অনেকটাই। পিএসজির সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিশ্বকাপ জয়ের পর উৎসবউদ্‌যাপনের মধ্যেই মেসির সঙ্গে পিএসজির কথাবার্তা হয়েছিল। তখন দুই পক্ষ চুক্তি বাড়ানোর ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমতও নাকি হয়েছে!

তবে কি ইন্টার মিয়ামিতে খেলার সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল। মিয়ামির কোচ ফিল নেভিল অবশ্য সেটি মনে করেন না। তিনি বলেছেন, 'সব সম্ভাবনা ফুরিয়ে যায়নি। মেসি এখনো মিয়ামিতে নাম লেখাতে পারেন। তবে কিছুটা সময় তো লাগবেই।'

জুনে পিএসজির সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। যদিও মার্কা জানিয়েছে, দ্রুতই নতুন চুক্তি হয়ে যাবে। পিএসজি নাকি খুব ভালো প্রস্তাবই দেবে মেসিকে। মার্কার ভাষায়, এমন প্রস্তাব, যা মেসির পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। মিয়ামির কোচ অবশ্য বলেছেন, 'মেসির সঙ্গে আলাপআলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আছে।' স্পোর্টস মেইল জানিয়েছে, গত ২৭ নভেম্বর মিয়ামির সঙ্গে মেসির আলোচনা হয়েছিল। নেভিল মিয়ামির অনুশীলন মাঠে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'লক্ষ্যটা আমাদের একই আছে। আমরা আমাদের ক্লাবে বিশ্বসেরা ফুটবলারকে আনতে চাই, মেসি খুব সম্ভবত তেমনই একজন। এই মানের একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি সব সময়ই জটিল বিষয়। সময় লাগে।' ইন্টার মিয়ামি ক্লাবের মালিক ডেভিড বেকহাম। মেসি এখন পিএসজিতে প্রতি সপ্তাহে সাড়ে ১৪ লাখ ডলার বেতনে খেলছেন। তাঁকে নিতে চাইলে এ পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশিই দিতে হবে মিয়ামিকে। ২০২২ সালে মিয়ামিতে খেলা মেসির সাবেক আর্জেন্টাইন সতীর্থ গঞ্জালো হিগুয়েইন অবসরে গেছেন। মিয়ামির নতুন মৌসুমে একজন ভালো স্ট্রাইকার দরকার।

‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে’ যোগ দেবার কথা স্বীকার করলেন শামীমা বেগম

লন্ডন ঃ ইসলামিক স্টেটের সাথে যোগ দিতে লন্ডন থেকে সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ স্কুলছাত্রী শামীমা বেগম এক সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছেন যে তিনি একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন। বিবিসিকে দেয়া ওই সাক্ষাৎকারে শামীমা বেগম এই প্রথমবারের মতো কীভাবে তিনি ২০১৫ সালে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আইএস সদস্যরা তাকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছিল, তবে এর পরিকল্পনা তিনি নিজেও করেছিলেন।

শামীমা বেগম তুরস্ক হয়ে সিরিয়ার রাক্কায় পৌঁছানোর পর একজন ডাচ বংশোদ্ভূত আইএস যোদ্ধার সাথে তার বিয়ে হয় এবং সেখানে তার তিনটি সন্তান হয় - যাদের সবাই মারা গেছে।

আইএসের সাথে যোগ দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তার নাগরিকত্ব বাতিল করে তাকে জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করে।

জিহাদি বধূ হিসেবে সংবাদমাধ্যমে পরিচিত শামীমা বেগম ২০১৯ সালে ইসলামিক স্টেটের স্বঘোষিত খেলাফতের পতন হবার পর থেকেই সিরিয়ার একটি বন্দীশিবিরে বাস করছেন। বর্তমানে তার বয়স ২৩ বছর, এবং তিনি তার নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া এবং লন্ডনে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সাথে এক আইনী লড়াই চালাচ্ছেন।

শামীমা বেগম বলেন, তিনি যুক্তরাজ্য থেকে বেরোতে পেরে স্বস্তি বোধ করেছিলেন এবং যাবার সময় তিনি আর কখনো ব্রিটেনে ফিরে আসবেন এমন আশা করেননি।

তিনি বলেন, তার প্রতি ব্রিটিশ জনগণের ক্রোধের কারণ তিনি বোঝেন এবং জানেন যে তারা তাকে তাদের নিরাপত্তা ও জীবনধারার জন্য বিপদ ও ঝুঁকির কারণে হিসেবে দেখেন।

তবে শামীমা বেগম এটাও বলেন যে তারা যা মনে করে আমি আর সেই মানুষ নেই।

তিনি বলেন, তিনি খারাপ মানুষ নন এবং মিডিয়ায় তাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেকারণেই লোকে তাকে খারাপ চোখে দেখে।

আমার মনে হয় তাদের রাগ আমার প্রতি যতটা তার চেয়েও বেশি আইসিসের প্রতি।যখনই তারা আইসিসের কথা ভাবে তখনই আমার কথা মনে হয় কারণ আমাকে মিডিয়ায় খুব বেশি তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি যে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন এটা তিনি মানেন কিনা - এ প্রশ্ন করা হলে শামীমা বেগম বলেণ, হ্যাঁ, যোগ দিয়েছিলাম।

আদালতে তার মামলার শুনানীতে মূল বিষয় ছিল এ প্রশ্নটি যে শামীমা বেগম কি মানবপাচার ও যৌননিপীড়নের শিকার - নাকি তিনি একজন অঙ্গীকারবদ্ধ আইএস স্বেচ্ছাসেবী এবং যুক্তরাজ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

যুক্তরাজ্যের সাবেক শিশুবিষয়ক জুনিয়র মন্ত্রী টিম লাটন বলেণ, শামীমা বেগম কেন আইএসে যোগ দিয়েছিলেন, কোন্ শক্তি তার মগজ ধোলাই করেছিল এটা এখনো স্পষ্ট নয়। তিনি আরো বলেন, অনেক লোকই এখন সন্দেহ করে যে শামীমা বেগম যেভাবে হিজাবপরা মুসলিম তরুণী থেকে পশ্চিমা পোশাকপরা নারীতে পরিণত হয়েছেন - এটা তার অভিনয় ।

বিবিসির জশ বেকার ও জোসেফ লীকে দেয়া সবশেষ ওই সাক্ষাৎকারে শামীমা বেগম বলেন, পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন থেকে সিরিয়ায় আইএসের ‘রাজধানী’ রাক্কায় যাবার প্রস্তুতি তিনি এবং তার সঙ্গী আরো দুই তরুণী মিলেই করেছিলেন ।

এ ছাড়াও তার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নির্দেশনা, কি করতে হবে না হবে তার লম্বা তালিকা এসেছিল অনলাইনে আইএসের সদস্যদের কাছ থেকে। কোথাও ধরা পড়লে কি বলতে হবে সেটাও তারা বলে দিয়েছিল।

তার সঙ্গী দুই তরুণী পরে সিরিয়াতেই মারা গেছে বলে মনে করা হয়।

শামীমা বেগম বলেন তারা ভ্রমণের খরচ, সামান্য তুর্কি ভাষা শেখা ইত্যাদি প্রস্তুতি ইন্টারনেটে খোঁজ করেই নিয়েছিলেন।

শামীমা বেগম ও অন্য দুই তরুণীর পরিবারের আইনজীবী তাসনিম আকুঞ্জি বলেন, তারা পালিয়ে যাবার পর তিনি লন্ডনে তাদের ঘরে তল্লাশি করেছিলেন, কিন্তু তেমন কোন তথ্যপ্রমাণ পাননি। তারা এত ভালোভাবে সবরকম আলামত সরিয়ে ফেলেছিল যা তিনি কখনো দেখেননি।

শুধু একটি কাগজ পাওয়া গিয়েছিল যাতে কিছু জিনিসপত্রের তালিকা ও দাম লেখা ছিল - একটি ফোন ৭৫ পাউণ্ড, মোজা ৪ পাউন্ড, ট্যাক্সি ১০০ পাউণ্ড ইত্যাদি।

শামীমা বেগম বলেন, ওই তালিকাটি তার করা নয়, বরং অন্য একটি মেয়ে ‘বোকার মত’ কাগজটা ফেলে গিয়েছিল।

মি. আকুঞ্জি বলেন, কোন আলামত ফেলে না যাবার জন্য তাদেরকে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা এই মেয়েরা যত্নের সাথে পালন করেছিল।

শামীমা বেগম বলেন, তিনি সাথে কম জিনিসপত্র নিলেও প্রায় ৩০টি মিন্ট চকলেট বার নিয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন সিরিয়ায় এ জিনিস পাওয়া যাবে না।

তারা সচেতন ছিলেন যে সিরিয়ায় গিয়ে তাদের আইএস যোদ্ধাদের বিয়ে করতে হবে। এজন্য তাদের ভাবী স্বামীদের সামনে পরার জন্য সুন্দর কাপড়চোপড় নিয়ে যাবার কথা বলা হলেও শামীমা বেগম বলেন, তারা হালকা মালপত্র নিয়ে যাবারই চেষ্টা করেছিলেন।

আ.লীগের ‘সতর্ক পাহারা’র মধ্যে বিএনপি ও সমমনাদের ‘গণ অবস্থান’

ঢাকা ঃ ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোয় গণ অবস্থান কর্মসূচী পালন করেছে বিএনপি।

একই সময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ‘সতর্ক পাহারা’ কর্মসূচী নাম দিয়ে সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

তবে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোয় গণ অবস্থান ও সমাবেশের কারণে ঢাকা শহরে তৈরি হয়েছে তীব্র যানজট।

বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ঢাকায় বিএনপির সরকার হঠানোর যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসাবে গণ অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন দলটির নেতাকর্মীরা। নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

দেশের বাকি নয়টি বিভাগীয় শহরেও এই কর্মসূচী পালন করেছে বিএনপি।

বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, একাদশ সংসদ বিলুপ্ত, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন, নেতাকর্মীদের মুক্তিসহ ১০ দফা দাবিতে এই গণ অবস্থান কর্মসূচী পালন করছে বিএনপি।

বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসাবে আরও কয়েকটি ছোট ছোট দল ও জোট ঢাকার কয়েকটি এলাকায় গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। সেসব গণঅবস্থান কর্মসূচীতে বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা অংশ নিয়েছেন।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন,''বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং আরও ৩২টা দল মিলে একটি লক্ষ্যে আন্দোলন করছি। সেই লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা। সেজন্য আমরা ১০ দফা আন্দোলনের কর্মসূচী দিয়েছি। সারাদেশের জনগণ জেগে উঠেছে, আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।'' সমাবেশ থেকে তিনি ১৬ই জানুয়ারি দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

আরামবাগে ইডেন কমপ্লেক্সে গণফোরাম, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতন্ত্র মঞ্চ এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের পূর্বপ্রান্তে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য গণঅবস্থান কর্মসূচী পালন করেছে।

সেই সঙ্গে বিলুপ্ত ২০ দলীয় জোটের শরিকদের নিয়ে গঠিত ১২ দলীয় জোট বিজয় নগরে পানির ট্যাংকের কাছে, সমমনা জাতীয়তাবাদী জোট পুরানা পল্টনে এবং এলডিপি কাওরান বাজারে এই কর্মসূচী পালন করেছে।

ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোয় যখন বিএনপির এই গণঅবস্থান কর্মসূচী চলছে, তখন ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ‘সতর্ক পাহারা’য় থাকার কথা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ।

ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের সামনে, শাহবাগে, শহীদ মিনারে, ফার্মগেট এবং মিরপুরে সকাল থেকে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অবস্থান নিয়ে রয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ যে সমাবেশ করছে, সেখানে দলের সভাপতিমণ্ডলী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা অংশ নিয়েছেন।

ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের সামনে সকাল থেকে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের সামনে সকাল থেকে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অবস্থান নিয়ে রয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সেই সমাবেশে অংশ নিয়ে বলেছেন, ''আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ৫৪ দলীয় জোট গঠন করে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নেমেছে। এই জোট কোন কাজে আসবে না। এসব দল হলো ভুয়া। ৫৪টা বিরোধী রাজনৈতিক দল ৫৪টি ঘোড়ার ডিম পাড়বে। বিএনপি ক্ষমতায় এল দেশের স্বাধীনতা বাঁচবে না, গণতন্ত্রের বস্ত্র হরণ করবে। তাদের হাতে আমরা দেশকে ছেড়ে দিতে পারি না।''

ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের অবস্থানের কারণে বুধবার সকাল থেকেই ঢাকা শহরে তীব্র যানজটের তৈরি হয়েছে।

এলিফ্যান্ট রোড, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, মিরপুর সড়কে সকাল থেকেই তীব্র যানজটের তৈরি হয়েছে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে নগরবাসী।

গ্রীনরোড থেকে মনসুর আহমেদের মতিঝিলে যেতে সময় লাগে ৪০ মিনিট। কিন্তু আজ তার সময় লেগেছে আড়াই ঘণ্টা।

তিনি বলছিলেন, এলিফ্যান্ট রোডে পুরো যানবাহন থমকে আছে। একচুলও এগোয় না। কয়েকবার গাড়ি পাল্টে, কিছুটা হেটে মতিঝিল আসতে পেরেছি।

ওয়ান ইলেভেন নিয়ে বিএনপির ভেতরে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

ঢাকাঃ সামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি দুপুরে যখন বঙ্গভবনে প্রবেশ করে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য অনুরোধ করেন, বিএনপির নেতাকর্মীরা তখন ছিলেন ২২শে জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। নানারকম গুজব শুনলেও পর্দার অন্তরালে সেদিন কি ঘটতে যাচ্ছে, সেই সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না।

অক্টোবর মাসে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেও সেই সময় বিএনপির মনোনীত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া উপদেষ্টা পরিষদে বিএনপির বেশ প্রভাব ছিল।

নানা সমালোচনা সত্ত্বেও ২২শে জানুয়ারির নির্বাচন আয়োজন বদ্ধপরিকর ছিল রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সেই উপদেষ্টা পরিষদ।

সেখানে যে বিশাল এক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, তা নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলটি ছিল অনেকটাই অন্ধকারে।

দুই হাজার সাত সালের ১১ই জানুয়ারির কয়েকদিন আগে থেকেই সামরিক বাহিনী কোন পদক্ষেপ নিতে পারে, এরকম একটি গুজব শোনা যাচ্ছিল। সারা দেশেই এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা ছিল। যদিও বিএনপি নেতারা সেসব উড়িয়ে দিয়েছেন।

সেই সময়ের বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

তিনি বলছিলেন, ''দুই তিনদিন আগে থেকে একটা কথা শোনা যাচ্ছিল যে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নিতে পারে। আমি তখনকার মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, সাদেক হোসেন খোকা এবং আও কয়েকজন নেতার সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলেছিলাম। কিন্তু তারা বলেছিলেন, এসব গুজব, এর কোন ভিত্তি নেই।''

এগারোই জানুয়ারি দুপুরের দিকে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ এবং নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ একদল সেনা কর্মকর্তা দুপুরের দিকে বঙ্গভবনে গিয়েছিলেন।

সেখানেই তারা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য অনুরোধ করেন। সেদিন বিকেল থেকেই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।

ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে এবং একজন বাদে অন্য উপদেষ্টারাও সেদিন পদত্যাগ করেন। রাতেই শুরু হয় নতুন উপদেষ্টা কমিটির তৈরির কাজ।

কিন্তু এসব প্রক্রিয়ায় বিএনপি বা আওয়ামী লীগ কোন রাজনৈতিক দলকে রাখা হয়নি। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বিএনপির সমর্থনে রাষ্ট্রপতি হলেও সেখানে বিএনপির আর কোন ভূমিকা ছিল না।

বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ বলছেন, ''আমি তখন নির্বাচনের জন্য পুরো প্রস্তুতির মধ্যে ছিলাম। সেখানে একটা ফোর্স ঢুকে যাবে, ডেমোক্রেসিকে বিপর্যস্ত করবে, সেটা আসলে আমাদের ধারণায় ছিল না। রাজনৈতিক সংকট রাজনীতির মাধ্যমেই সমাধান হওয়ার কথা। আমরা সবাই খুব অবাক হয়েছিলাম।''

''আমার দুইতিনদিন ধরে শুনছিলাম, আর্মি হয়তো টেকওভার করতে পারে। সেটা শোনার পর আমাদের পলিটিক্যাল কলিগদের সঙ্গে আলাপ করেছি। আমরা তো কেউ জানতাম না কি হতে যাচ্ছে। কিন্তু সবাই বলেছেন, এসব গুজব, এর কোন ভিত্তি নেই। তারা তখন শুধু বলেছেন, ওয়েট এন্ড সি,'' তিনি বলছেন।

২০০৬ সালের ২৯শে অক্টোবর প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের জন্য শপথ নেন প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ।

আগের দিন কুমিল্লায় জনসভায় করছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। তখন খালেদা জিয়ার সাথে ছিলেন বিএনপির সিনিয়র নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

মি.হোসেন বলছিলেন, কুমিল্লার পদুয়ার বাজারে রাত নয় থেকে ১১টা পর্যন্ত জনসভা করেছেন। আমরা রাত একটার সময় ঢাকায় ফিরে আসি। ১১ তারিখ বিকেলের দিকে জানতে পারলাম যে সেনাবাহিনী থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়েছেন এবং সেখানে কিছু একটা হচ্ছে। জাতিসংঘের কিছু একটা চিঠি নিয়ে সেনাপ্রধান এবং নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে জরুরী আইন ঘোষণা করাচ্ছেন।

সেদিনের ঘটনা নিয়ে ‘যেমন দেখেছি ওয়ান ইলেভেন’ নামে একটি বই লিখেছেন লেখক ও সাংবাদিক আহমেদ মুসা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আহমেদ মুসা সেই সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহপ্রচার সম্পাদক পদে ছিলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, সেনা কর্মকর্তাদের চাপে জরুরি অবস্থা জারির খবর পেয়েই তিনি বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার গুলশানের বাসায় যান পরিস্থিতি বোঝার জন্য।

''গিয়ে দেখি ড্রইংরুম ভর্তি মানুষ। মান্নান ভুঁইয়া এরওর কথায় মাথা নাড়ছেন, কখনো ডানেবায়ে, কখনো উপরেনিচে। এক পাশে কালো চশমাপরা হারিস চৌধুরী। ...আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সবাই উঠে গেলেন আস্তে আস্তে। '' বিএনপি নেতা ড. আবদুল মঈন খান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, ''আমি ছিলাম নরসিংদীতে আমার নির্বাচনী এলাকায়। সেই সময় চারিদিকে বিভিন্ন রকমের গুজব, আলোচনা এবং অনিশ্চয়তা চলছিল নির্বাচনকে ঘিরে।

সংবাদটি পেয়েই আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের বিএনপির অফিসে টেলিফোন করি। সেখান থেকে আমি বঙ্গভবনের ঘটনার ব্যাপারে জানতে পারি। তখন সবাই প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল।

বাতাসে যখন নানারকম গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে, তখনও হাওয়া ভবন এবং বিএনপি চেয়ারপার্সনের দপ্তরে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে তোড়জোড় ভালোভাবেই চলছিল। দেড় সপ্তাহ পরেই ২২শে জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা ছিলেন নিশ্চিত। শীর্ষ নেতাদের অনেকেই কে কোন মন্ত্রণালয় পাবেন, তা নিয়ে তদবির এবং আলোচনা করছিলেন। আহমেদ মুসা তাঁর বইতে লিখেছেন, ''ওয়ান ইলেভেনের আগের দিন আমি বিএনপির আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতার বাড়িতে গিয়েছিলাম দলের কাজে। কথায় কথায় সেই নেতা আমার কাছে জানতে চাইলেন, এবার তথ্যমন্ত্রী কাকে করা হলে ভালো হবে? আমি বিএনপির তথ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলাম বলেই হয়তো ভদ্রতাসূচক জিজ্ঞাসা।''

বিএনপির নেতারা মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও সেই সময় সারা দেশে ছিল এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি।

একদিকে যেমন ২২শে জানুয়ারি নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচী দিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট, তেমনি দেশের সহিংস পরিস্থিতি নিয়ে একের পর এক উদ্বেগ জানিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো দূতাবাস।

আগের দিন ১০ই জানুয়ারি নির্বাচন প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিল মহাজোট। ২২শে জানুয়ারি ভোটের দিন ও আগের দিন সারা দেশে হরতাল ডাকা হয়েছিল। পল্টনে একটি জনসভায় শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, এরপরেও যদি নির্বাচনের কাজ চলে, তাহলে ২২শে জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার হরতাল চলবে।

অন্যদিকে ১০ই জানুয়ারি কুমিল্লার চান্দিনায় একটি নির্বাচনী পথসভায় খালেদা জিয়া বলেন, ''এই নির্বাচন যারা বাধা দিতে আসবে, তাদের এমনভাবে প্রতিহত করতে হবে, যেন ভবিষ্যতে আর ভোট চাওয়ার সাহসই তারা না পায়।''

এর আগে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া বিউটেনিস এবং ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সাথে তার হাওয়া ভবন কার্যালয়ে দেখা করেন। এই বৈঠকটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়।

তারা শেখ হাসিনার সাথেও বৈঠক করেন ধানমন্ডিতে তার বাসায়।

রাষ্ট্রদূতরা নির্বাচন এক থেকে দেড় মাস পেছানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি নেত্রী তাতে রাজি হননি।

দুই হাজার সাত সালের চৌঠা জুন, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায়, খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া বিউটেনিস বলেছিলেন, পরিস্থিতির অবনতি হলে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করতে পারে।

বৈঠকের সূত্র উদ্ধৃত করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ তথ্য দিয়েছে। সে প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, সে রকম কিছু হলে সেনাবাহিনী তাকেই সমর্থন করবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
12:01:2023

ধর্ম হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যে থাকা দেবত্বের প্রকাশ

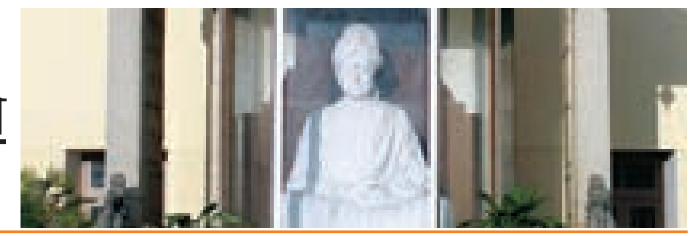

জেগে ওঠো, সচেতন হও এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না : স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করার কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন।৩ ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত চিকাগো বক্তৃতা,৫ যার মাধ্যমেই তিনি পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচার করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার এক উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি তিনি আকর্ষিত হতেন। তার গুরু রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে তিনি শেখেন, সকল জীবই ঈশ্বরের প্রতিভূ তাই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ ভারতীয় উপমহাদেশ ভালোভাবে ঘুরে দেখেন এবং ব্রিটিশ ভারতের আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ভারত ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ইউরোপে তিনি হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অসংখ্য সাধারণ ও ঘরোয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ক্লাস নিয়েছিলেন। তার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত, ভারতে বিবেকানন্দ, ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী (কবিতা সংকলন), মদীয় আচার্যদেব ইত্যাদি। বিবেকানন্দ ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও গায়ক। তার রচিত দুটি বিখ্যাত গান হল খণ্ডন ভব বন্ধন (শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ভজন) ও নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি। এছাড়া নাচুক তাহাতে শ্যামা, ৪ জুলাইয়ের প্রতি, সন্ন্যাসীর গীতি ও সখার প্রতি তার রচিত কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা। সখার প্রতি কবিতার অন্তিম দুইটি চরণ বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। - বিবেকানন্দের সর্বাধিক উদ্ধৃত একটি উক্তি।

ভারতে বিবেকানন্দকে ‘বীর সন্ন্যাসী’ নামে অভিহিত করা হয় এবং তার জন্মদিনটি ভারতে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর কলকাতার এক কায়স্থ দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই দত্ত পরিবারের আদি নিবাস ছিল অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দত্ত ডেরিয়াটোনা বা দত্ত ডেরেটোনা গ্রাম। মুঘল শাসনকাল থেকেই দত্তরা উক্ত গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গবেষকরা অনুমান করেন যে তারাই ছিলেন ওই গ্রামের জমিদার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দত্ত পরিবারের সদস্য রামনিধি দত্ত তার পুত্র রামজীবন দত্ত ও পৌত্র রামসুন্দর দত্তকে নিয়ে গড় গোবিন্দপুর গ্রামে (অধুনা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ও ময়দান অঞ্চল) চলে আসেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু হলে উক্ত এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে দত্তরাও সুতানুটি গ্রামে (অধুনা উত্তর কলকাতা) চলে আসেন। এখানে প্রথমে তারা মধু রায়ের গলিতে একটি বাড়িতে বাস করতেন। ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটের যে বাড়িতে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বাড়িটি নির্মাণ করেন রামসুন্দর দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামমোহন দত্ত। রামমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদ দত্ত ছিলেন বিবেকানন্দের পিতামহ। তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ২৫ বছর বয়সে একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ দত্তের জন্মের পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। বিশ্বনাথ দত্ত দুর্গাপ্রসাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসাদ কর্তৃক প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি। বিশ্বনাথ দত্ত বাংলা, ফারসি, আরবি, উর্দু, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধর্ম বিষয়ে তিনি উদার ছিলেন। বাইবেল ও দেওয়ান ই হাফিজ ছিল তার প্রিয় বই। তিনি সুলোচনা (১৮৮০) ও শিষ্টাচার পদ্ধতি (বাংলা ও হিন্দি ভাষায়, ১৮৮২) নামে দুইটি বই রচনা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের সমর্থনে তিনি প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ করেছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের সংসারত্যাগের পর কালীপ্রসাদের অমিতব্যয়িতায় দত্ত পরিবারের আর্থিক সাচ্ছল্য নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু অ্যাটর্নিরূপে বিশ্বনাথ দত্তের সুদূর প্রসারিত খ্যাতি সেই সাচ্ছল্য কিয়দংশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তার স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন সিমলার নন্দলাল বসুর মেয়ে। তিনি বিশেষ ভক্তিমতী নারী ছিলেন। তার প্রথম কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু ও কন্যাসন্তানের জন্মের পর পুত্রসন্তান কামনায় তিনি তার এক কাশীবাসিনী আত্মীয়াকে দিয়ে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে নিত্য পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা করান। এরপরই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হওয়ায় তার বিশ্বাস হয় যে, তিনি শিবের কৃপায় পুত্রলাভ করেছেন। পিতার প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মায়ের ধর্মপ্রাণতা বিবেকানন্দের চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

বিবেকানন্দের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ডাকনাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে এবং নরেন্দ্র বা নরেন)। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উৎসবের দিন উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতা উচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী ছিলেন। বিবেকানন্দ একটি প্রথাগত বাঙালি কায়স্থ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যেখানে তার নয় জন ভাই বোন ছিল। তার মধ্যম ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও বিদেশ ভ্রমণে বিবেকানন্দের সঙ্গী। কনিষ্ঠ ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বিশিষ্ট সাম্যবাদী নেতা ও গ্রন্থকার।

ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ ফুটে ওঠে। এই সময় শিব, রাম, সীতা ও মহাবীর হনুমানের মূর্তির সামনে তিনি প্রায়শই ধ্যানে বসতেন। সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতিও তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তার পিতামাতার পক্ষে তাকে সামলানো মাঝে মাঝেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। তার মা বলতেন, শিবের কাছে ছেলে চাইলুম। তা তিনি নিজে না এসে পাঠালেন তার চেলা এক ভূতকে।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে, নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তার পরিবার সাময়িকভাবে রায়পুরে (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ছত্তিসগড় রাজ্যে) স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে দত্ত পরিবার আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা) প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনিই ছিলেন সেইবছর উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র। তিনি প্রচুর বই পড়তেন। দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ে বই পড়ায় তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বেদ, উপনিষদ্, ভাগবদগীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠেও তার আগ্রহ ছিল। এছাড়া তিনি হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নিতেন এবং নিয়মিত অনুশীলন, খেলাধুলো ও সমাজসেবামূলক কাজকর্মে অংশ নিতেন।

জেনেরাল অ্যাসেম্বলি’জ ইনস্টিটিউশনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা) পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা, পাশ্চাত্য দর্শন ও ইউরোপীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চারুকলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। নরেন্দ্রনাথ ডেভিড হিউম, জর্জ ডব্লিউ. এফ. হেগেল, আর্থার সোফেনহায়ার, ওগুস্ত কোঁত, জন স্টুয়ার্ট মিল ও চার্লস ডারউইনের রচনাবলি পাঠ করেছিলেন। হারবার্ট স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে স্পেনসারের সঙ্গে তার চিঠিপত্র বিনিময়ও চলত।২৮২৯ স্পেনসারের এডুকেশন (১৮৬১) বইটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও বাংলা সাহিত্য নিয়েও চর্চা করেন। জেনেরাল অ্যাসেম্বলি’জ ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল উইলিয়াম হেস্টি লিখেছেন, নরেন্দ্র সত্যিকারের মেধাবী। আমি বহু দেশ দেখেছি, কিন্তু তার মতো প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় ছাত্র দেখিনি এমনকি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দর্শন ছাত্রদের মধ্যেও না। কয়েকটি স্মৃতিকথায় নরেন্দ্রনাথকে ‘শ্রুতিধর’ (অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি) হিসেবে উল্লেখ করতেও দেখা যায়।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে, তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নব বিধানের সদস্য হয়েছিলেন, যা রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাত্রে পর এবং খ্রিস্টান ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ নরেন্দ্রনাথ ফ্রিম্যাসনারি লজের সদস্য হয়েছিলেন এবং তার কুড়ি বছর বয়সে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজেরও সদস্য হন। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেনের ব্যান্ড অব হোপ এ সক্রিয় ছিলেন, যা যুবসমাজকে ধূমপান এবং মদ্যপানে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল।

নরেন্দ্র প্রাশ্চাত্য ধর্মবিশ্বাস এসোটিরিসিজমের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন। তার প্রারম্ভিক ধর্মবিশ্বাস ব্রাহ্ম ধারণার আদলে গড়ে উঠেছিল। এই সময় তিনি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন এবং পৌত্তলিকতার সমালোচকে পরিণত হন।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তোমার চোখদুটি যোগীর ন্যায়। দর্শন সম্পর্কে তার জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হয়ে নরেন্দ্রনাথ ভাবতে থাকেন, ঈশ্বর ও ধর্ম সত্যিই কি মানুষের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার অংশ। তিনি এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। কলকাতার অনেক বিশিষ্ট অধিবাসীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা। কিন্তু কারোর উত্তরই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা প্রথম শোনেন জেনারেল অ্যাসেম্বলি’জ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময়। অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টি একটি সাহিত্যের ক্লাসে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্য এক্সকারশন কবিতাটি পড়ানোর সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা বলেছিলেন। উক্ত কবিতায় ব্যবহৃত ‘trance’ কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ছাত্রদের বলেন, ‘trance’ বিষয়টির সত্যিকারের অর্থ বুঝতে হলে ছাত্রদের দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দেখতে হবে। এই কথা শুনে নরেন্দ্রনাথসহ কয়েকজন ছাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেক এফএ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় রামচন্দ্র দত্ত একবার নরেন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে ধর্মোপদেশ দানের জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তরুণ নরেন্দ্রনাথকে একটি গান গাইতে বলেন। পরে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করেন। যদিও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বা নরেন্দ্রনাথ কেউই এই সাক্ষাৎকে পরবর্তীকালে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হিসেবে গুরুত্ব দেননি। এমনকি তারা এই সাক্ষাত্রে কথা উল্লেখও করতেন না।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে অথবা ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এই সাক্ষাৎ নরেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাহাকে রামকৃষ্ণ দেব একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। অতি সরল ভাষায় তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি কি একজন বড় ধর্মাচার্য হইতে পারেন? আমি সারা জীবন অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার নিকটে গিয়া তাহাকেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?’ তিনি উত্তর দিলেন ‘হাঁ।’ ‘মহাশয়, আপনি কি তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?’ ‘হাঁ’। ‘কি প্রমাণ? ’ ‘আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখি, বরং আরো স্পষ্টতর, আরো উজ্জ্বলতররূপে দেখি।’ আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। ... আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট যাইতে লাগিলাম। ... ধর্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বারবার হইতে দেখিয়াছি। প্রথমদিকে অবশ্য নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে গুরু বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি তার চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্টও হয়েছিলেন। এর ফলে ঘন ঘন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভাবাবস্থা ও দেবদেবীর সাক্ষাৎ দর্শনকে ‘কাল্পনিক সৃষ্টি’ ও ‘অলীক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস’ মনে করতেন। ব্রাহ্মসমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ সেই সময় মূর্তিপুজো, বহুদেববাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কালীপুজো সমর্থন করতেন না। এমনকি অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদকেও তিনি ঈশ্বরদ্রোহিতা ও পাগলামি বলে উড়িয়ে দিয়ে সেই মতবাদকে উপহাস করতেন। নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে পরীক্ষা করতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও শান্তভাবে তার যুক্তি শুনে বলতেন, সত্যকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবি।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের পিতা হঠাৎ মারা যান। এরপর তার পরিবার তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে। ঋণদাতারা ঋণশোধের জন্য তাদের তাগাদা দিতে শুরু করে এবং আত্মীয়স্বজনরা তাদের পৈতৃক বাসস্থান থেকে উৎখাত করার চেষ্টা শুরু করে। একদা সচ্ছল পরিবারের সন্তান নরেন্দ্রনাথ কলেজের দরিদ্রতম ছাত্রদের অন্যতম ছাত্রে পরিণত হন। তিনি চাকরির অনুসন্ধান শুরু করেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। কিন্তু একই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সান্নিধ্যে তিনি শান্তি পেতে থাকেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে অনুরোধ করেন, তিনি যেন কালীর কাছে তার পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা জানান। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাকে বলেন, তিনি যেন নিজে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরামর্শ অনুসারে, নরেন্দ্রনাথ তিনবার মন্দিরে যান। কিন্তু জাগতিক প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি জ্ঞান ও বিবেক বৈরাগ্য প্রার্থনা করেন। এরপর নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে গুরু বলে মেনে নেন।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের গলার ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাকে প্রথমে উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরের একটি বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় নরেন্দ্রনাথসহ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অন্যান্য শিষ্যগণ তার সেবাযত্ন করেন। এই সময়ও নরেন্দ্রনাথের ধর্মশিক্ষা চলতে থাকে। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন শিষ্য এই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছ থেকে সন্ন্যাস ও গৈরিক বস্ত্র লাভ করেন। এভাবে রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীতে প্রথম সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেন মানব সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সাধনা। তিনি নরেন্দ্রনাথকে তার অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যদের দেখভাল করতেও বলেন এবং তাকেই সন্ন্যাসী সংঘের নেতা নির্বাচিত করেন। কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়ে বিবেকানন্দের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ঘোষণা করেছিলেন, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ... খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অগাস্ট শেষরাত্রে কাশীপুরেই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রয়াত হন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মৃত্যুর পর তার ভক্ত ও অনুরাগীরা তার শিষ্যদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেন। বাড়িভাড়ার টাকা জোগাড় করতে না পারায়, নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যেরা বসবাসের জন্য নতুন বাসস্থানের খোঁজ শুরু করেন। অনেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে থাকেন। অবশিষ্ট শিষ্যদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ উত্তর কলকাতার বরাহনগর অঞ্চলে একটি ভাঙা বাড়িতে নতুন মঠ প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করেন। বরাহনগর মঠের এই বাড়িটির ভাড়া কম ছিল। মাধুকরী অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে এই বাড়িভাড়ার টাকা জোগাড় করা হত। বরাহনগর মঠ হল রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম ভবন। এই মঠে নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতেন এবং কঠোর ধর্মানুশীলন অভ্যাস করতেন। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন : বরাহনগর মঠে আমরা অনেক তপস্যা করতাম। ভোর তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে আমরা জপ ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতাম। সেই সময় কী তীব্র বৈরাগ্য জন্মেছিল আমাদের মনে! জগৎ আছে কি নেই সে কথা আমরা ভাবতামও না। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে, নরেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব চরণ বসাকের সঙ্গে সঙ্গীতকল্পতরু নামে একটি সঙ্গীত সংকলন সম্পাদনা করেন। নরেন্দ্রনাথ ই এই বইটির অধিকাংশ গান সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তিনি বইটির কাজ শেষ করে যেতে পারেননি।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতা বাবুরামেরখ মা নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের আঁটপুর গ্রামে আমন্ত্রণ জানান। তারা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে হুগলি জেলার আঁটপুরে যান এবং কিছুদিন সেখানে থাকেন। আঁটপুরেই বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ ও আটজন শিষ্য আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতো করে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করেন। শিকাগো যাওয়ার পথে তিনি বিবেকানন্দ ছদ্মনাম টি গ্রহণ করেন । পরবর্তী কালে ঐ নামটি সর্বাধিক প্রচারিত হয়।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিব্রাজকরূপে মঠ ত্যাগ করেন বিবেকানন্দ। পরিব্রাজক হিন্দু সন্ন্যাসীর এক ধর্মীয় জীবন - এই জীবনে তিনি স্বাধীনভাবে পর্যটন করে বেড়ান কোনো স্থায়ী বাসস্থান বা বন্ধন ছাড়াই। পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গী ছিল একটি কমণ্ডলু, লাঠি এবং তার প্রিয় দুটি গ্রন্থ - ভাগবদ্গীতা ও ইশানুসরণ। পাঁচ বছর ধরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন বিবেকানন্দ - প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্র দর্শন করেন এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত হন। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি তার সহানুভূতি জন্মায় এবং তিনি জাতির উন্নতিকল্পে আত্মনিযোগে করেন। এই সময় ভিক্ষোপজীবী হয়ে সারা ভারত পদব্রজেই পর্যটন করেন বিবেকানন্দ। সেজন্যেই স্বামীজিকে সারা বিশ্ব ‘পরিব্রাজক’ হিসেবে জানে। কখনো সখনো তার গুণমুগ্ধেরা তাকে ট্রেনের টিকিট কিনে দিতেন। ভারত পর্যটনের সময় তিনি বিভিন্ন পণ্ডিত, দেওয়ান, রাজা, এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান এমনকি নিম্নবর্গীয় পারিয়া ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গেও মেলামেশা ও একত্র বাস করেছিলেন।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বারাণসী থেকে তার যাত্রা শুরু করেন। বারাণসীতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিশিষ্ট বাঙালি লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সন্ত ত্রৈলঙ্গস্বামীর। এইখানেই বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত বাবু প্রেমদাস মিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, যাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে একাধিক পত্রালাপে তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বারাণসীর পর তিনি একে একে যান অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হথরাস ও হৃষিকেশে। হথরাসে তার সঙ্গে স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাৎ হয়, যিনি পরে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সদানন্দ নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের প্রথম যুগের শিষ্য। ১৮৮৮-৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বৈদ্যনাথ ও এলাহাবাদ ভ্রমণ করেন। এলাহাবাদ থেকে গাজিপুরে গিয়ে তিনি পওহারী বাবার দর্শন করেন। পওহারী বাবা ছিলেন এক অদ্বৈতবাদী সন্ত, যিনি অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ১৮৮৮-৯০ সময়কালে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং মঠের দুই আর্থিক সাহায্যদাতা বলরাম বসু ও সুরেশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর মঠের আর্থিক ব্যবস্থার সুরাহাকল্পে তিনি কয়েকবার বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তিনি পুনরায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে দেশভ্রমণে বের হন। মঠে ফেরেন একেবারে পাশ্চাত্য ভ্রমণ সেরে। প্রথমে তিনি যান নৈনিতাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, দেরাদুন, ঋষিকেশ, হরিদ্বার এবং হিমালয়ে। কথিত আছে, এই সময় এক দিব্যদর্শনে তিনি বহির্জগৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে প্রদত্ত তার জ্ঞানযোগ বক্তৃতামালায় এই বহির্জগৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই ভ্রমণের সময় তার অন্যান্য গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। মীরাটে কিছুদিন একসঙ্গে তারা জপধ্যান, প্রার্থনা ও শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ছেড়ে তিনি একাকী দিল্লির পথে অগ্রসর হন।

দিল্লির ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখার পর তিনি চলে যান রাজপুতানার ঐতিহাসিক রাজ্য আলোয়ারে। পরে তিনি যান জয়পুরে। সেখানে এক সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন করেন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। তার পরের গন্তব্য ছিল আজমীর। সেখানকার বিখ্যাত দরগা ও আকবরের প্রাসাদ দেখে তিনি চলে যান মাউন্ট আবুতে। মাউন্ট আবুতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় খেতরির মহারাজা অজিত সিংহের। পরে তিনি বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। তার আমন্ত্রণে বিবেকানন্দ খেতরিতে আসেন। সেখানে রাজার সঙ্গে তার নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। খেতরিতেই পণ্ডিত নারায়ণদাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তিনি পাণিনির সূত্রের মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন। খেতরিতে আড়াই মাস কাটানোর পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তিনি রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পশ্চিমে যাত্রাপথে তিনি ভ্রমণ করেন আহমেদাবাদ (বর্তমান গান্ধিনগর), ওয়াধওন ও লিম্বদি। আহমেদাবাদে তিনি ইসলামি ও জৈন সংস্কৃতির পাঠ সমাপ্ত করেন। লিম্বদিতে ঠাকোর সাহেব জসওয়ান্ত সিংহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি নিজে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন। ঠাকোর সাহেবের কাছ থেকেই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে যাওয়ার ধারণাটি প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি যান জুনাগড়, গিরনার, কচ্ছ, পোরবন্দর, দ্বারকা, পালিতানা ও বরোদা (বদোদরা)। পোরবন্দরে সন্ন্যাসজীবনের নিয়ম ভেঙে তিনি নয় মাস অবস্থান করেন পণ্ডিতদের থেকে দর্শন ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলি অধ্যয়নের জন্য। এই সময় সভাপণ্ডিতের সঙ্গে একযোগে বেদ অনুবাদের কাজও করেন।

এরপর তিনি যান মহাবালেশ্বর এবং তারপর যান পুণেতে। পুণা থেকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস নাগাদ তিনি খান্ডোয়া ও ইন্দোর ভ্রমণ করেন। কাথিয়াওয়াড়ে তিনি বিশ্বধর্ম মহাসভার কথা শোনেন। তার অনুগামীরা তাকে সেই সভায় যোগদানের অনুরোধ করতে থাকেন। খান্ডোয়া থেকে তিনি বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে তিনি বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) পৌঁছান। পুণার পথে ট্রেনে বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। বেঙ্গালুরু থেকে তিনি ভ্রমণ করেন ত্রিচুড়, কোদুনগ্যালোর, এর্নাকুলাম। এর্নাকুলামে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের প্রথমভাগে তিনি নারায়ণ গুরুর সমসাময়িক ছত্তাম্পি স্বামীকালের দেখা পান। এর্নাকুলাম থেকে তিনি ভ্রমণ করেন ত্রিবান্দ্রম, নাগেরকৈল এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের বড়োদিনের প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছান। বিবরণ অনুসারে স্বামীজি ভারতীয় পাহাড়ের শেষ প্রান্তে তিন দিন ধরে ধ্যান করেন যা পরে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ এক ভারতের স্বপ্ন দেখেন, যাকে সচরাচর বলা হয়ে থাকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কন্যাকুমারী সঙ্কল্প। তিনি লিখেছিলেন, ক্যামোরিন অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে বসে ভারতীয় পাহাড়ের শেষ প্রান্তে বসে - আমি এক পরিকল্পনা করি, আমরা এতগুলো সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং মানুষকে অধিবিদ্যাদর্শনশাস্ত্র শেখাচ্ছি - এ সব কিছুই পাগলামি। আমাদের গুরুদেব কী বলতেন না, ‘খালি পেট ধর্মের জন্য ভালো নয়?’ জাতি হিসেবে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়েছি এবং এটাই ভারতের সকল অনিষ্টের কারণ। আমাদের জনসাধারণকে জাগাতে হবে।’